বাংলা ওয়ার্ক বুক

দশম শ্রেণি

সাহিত্য মালঞ্চ-২

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দশম শ্রেণির বাংলা ওয়ার্কবুক

প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি তৈরি ও পরিমার্জনায়

শ্রীমতি এমেলি নাগ, শিক্ষিকা

শ্রীমতি অর্পিতা সাহা, শিক্ষিকা

সূচিপত্র

পদ্যাংশ

১। অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি	ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর	১
২। পরিচয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮
৩। হাট	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৫
৪। এখানে আকাশ নীল	জীবনানন্দ দাশ	২১
৫। সামান্যই প্রার্থনা	বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী	২৬

গদ্যাংশ

১। দস্যু কবলে	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩১
২। নতুনদা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৯
৩। সিংহের দেশ	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮
৪। দেবতামুড়া ও ডম্বুর	সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	৫৬

ছোটোগল্প

১। বেড়া	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৩
২। সুভা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭০

সাধারণ ব্যাকরণ ৭৭

নির্মিতি —

১। ভাব সম্প্রসারণ	৯২
২। সভার কার্যবিবরণী	৯৫
৩। প্রবন্ধ রচনা	৯৭

আদর্শ প্রশ্নপত্র ১০০

‘অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি’

কবি -- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

কবি পরিচিতি ঃ

মধ্যযুগে বাংলা মঙ্গালকাব্য ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একদিকে মধ্যযুগের অবসান অন্যদিকে আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নে যুগসন্ধিক্ষণে আনুমানিক ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে কবির আবির্ভাব। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ এবং মাতার নাম ভবানী। কবির অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে সভাপন্ডিত পদে নিযুক্ত করেন এবং মহারাজার আদেশে কবি তাঁর বিখ্যাত কাব্য ‘অন্নদামঙ্গাল’ রচনা করে ‘ভারতখ্যাত’ হন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে ‘রায়গুণাকর’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কাব্যের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘রাজকণ্ঠের মণিমালা।’ ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে রচিত ‘অন্নদামঙ্গাল’ কাব্যের তিনটি খণ্ড-‘অন্নদামঙ্গাল’, ‘অন্নপূর্ণা মঙ্গাল’ এবং ‘কালিকামঙ্গাল’। এছাড়াও ভারতচন্দ্র ‘সত্যনারায়ণ পাঁচালী’, ‘রসমঞ্জুরী’, ‘চণ্ডীনাটক’, নাগাষ্টক’ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। এই প্রতিভাবান কবি ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বহুমূত্র রোগে পরলোকগমন করেন।

উৎস গ্রন্থ ঃ

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের ‘অন্নদামঙ্গাল’ কাব্যের প্রথম খন্ড ‘অন্নদামঙ্গাল’ এর অন্তর্গত ‘অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা’ থেকে গৃহীত পাঠ্যাংশটি।

মূলভাব ঃ

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি’ কাব্যাংশের মূল চরিত্র দুটি — দেবী অন্নপূর্ণা ও গাঙ্গিনী নদীর ঘাটে নৌকা পারাপারকারী মাঝি ঈশ্বরী পাটনি। কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই দুই চরিত্রের নাটকীয় পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাব্যের অগ্রগতি হয়েছে। দেবী অন্নপূর্ণার নৌকা ওঠার ছাড়পত্র লাভের জন্য আলংকারিক ভাষায় ঈশ্বরী পাটনিকে তাঁর যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রতিভার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। দেবী অন্নপূর্ণার মানবীরূপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈশ্বরী পাটনির সকরুণ প্রার্থনা — ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’। এই প্রার্থনার মধ্যে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক এক সংকটময় চিত্র। ঈশ্বরী পাটনি কবি ভারতচন্দ্রের সৃষ্ট এক জীবন্ত চরিত্র।

শব্দার্থ ঃ

পাটনি – মাঝি। বামাস্বর – নারীকণ্ঠ। ফেরফার – অপবাদ। কুকথা – মন্দ কথা, অন্যার্থে পৃথিবীর কথা। পঞ্চমুখ – মুখর, অন্য অর্থে পঞ্চানন শিব।

অহর্নিশ - দিন রাত। নায়ে - নৌকায়। বাড়ে - নৌকার প্রান্ত দেশে। কোকনদ - লালপদ্ম। সেঁউতি - নৌকার জলসিঞ্চনের পাত্র। তরি - নৌকা। তটে - তীরে। কক্ষে - কাঁখে। অষ্টাপদ - সোনা।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ মান - ১

সন্তান - সম্ + তান	নিশ্চয় -
তরঙ্গ -	সঞ্চার -
ভবানন্দ -	সিদ্ধি -
ত্বরা -	ভাগ্যোদয় -
স্বরূপা -	মনোনীত -

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ মান - ১

১। এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়। (সরল বাক্য)

উত্তর ঃ এ মেয়ে দেবতা নিশ্চয়।

২। যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল। (সরল বাক্য)

উ ঃ

৩। তোর নায়ে ভরা জল । (জটিল বাক্য)

উ ঃ

৪। পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত। (জটিল বাক্য)

উ ঃ

৫। ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি। (যৌগিক বাক্য)

উ ঃ

৬। সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিলা পাটনি। (যৌগিক বাক্য)

উ ঃ

৭। কহিয়াছি সত্য কথা। (নঞর্থক বাক্য)

উ ঃ

৮। কোনো গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন। (অস্ত্যর্থক বাক্য)

উ ঃ

৯। জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী। (প্রশ্নবোধক প্রশ্ন)

উ ঃ

১০। অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিণীর তীরে। (জটিল বাক্য)

উ ঃ

উক্তি পরিবর্তন করো ঃ **মান –১**

১। 'অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার করো বলিয়া ডাকিল পাটনিরে।।'
উত্তর ঃ অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপস্থিত হলেন এবং পাটনিকে ডেকে পার করার জন্য বললেন।

২। 'দেব কন দিব আগে পারে লয়ে চল।'
উ ঃ

৩। 'পাটনি বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।।'
উ ঃ

৪। 'সভয়ে পাটনি কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল।।'
উ ঃ

৫। 'প্রণমিয়া পাটনি কহিছে জোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।।'
উ ঃ

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ মান -১

১। 'অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি' কবিতার কবির নাম হল —
ক) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ) ঈশ্বর গুপ্ত, ঘ) নজরুল
উত্তর ঃ- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

২। 'সেই ঘাটে খেয়া দেয়' — এখানে কোন্ ঘাটের কথা বলা হয়েছে?
ক) যমুনার ঘাট, খ) গঙ্গার ঘাট, গ) গাঙ্গিনীর ঘাট, ঘ) পদ্মার ঘাট।
উ ঃ

৩। 'গোত্রের প্রধান পিতা —' – শূন্যস্থানটিতে হবে —
ক) মুখবংশজাত, খ) বন্দ্যবংশখ্যাত, গ) কুলীন বংশখ্যাত, ঘ) মজুন্দার বংশজাত।
উ ঃ

৪। কুলবধূর সতীন কে ছিলেন?
ক) যমুনা, খ) সরস্বতী, গ) গঙ্গা, ঘ) গোদাবরী।
উ ঃ

৫। 'অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই'—ভাইয়ের নাম লেখো।
ক) হিমালয়, খ) বিন্ধ্য, গ) আরাবল্লী, ঘ) মৈনাক।
উ ঃ

৬। 'কীবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ' — 'কোকনদ' কী?

ক) লালপদ্ম, খ) সাদাপদ্ম, গ) নীলপদ্ম, ঘ) হলুদপদ্ম।

উ ঃ

৭। 'হৃদে ধরি ভূতনাথ' – 'ভূতনাথ' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ক) ব্রহ্মা, খ) বিষ্ণু, গ) শিব, ঘ) যম।

উ ঃ

৮। 'কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ' — 'অষ্টাপদ' শব্দের অর্থ কী?

ক) লোহা, খ) রূপা, গ) সোনা, ঘ) তামা।

উ ঃ

৯। দেবী কোন্‌দিকে গজগমনে চললেন?

ক) পূর্ব মুখে, খ) পশ্চিম মুখে, গ) উত্তর মুখে, ঘ) দক্ষিণ মুখে।

উ ঃ

১০। 'আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ —' শূন্যস্থানটি হবে —

ক) দ্বারকায়, খ) পুরীতে, গ) কাশীতে, ঘ) কৈলাসে।

উ ঃ

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ মান - ১

১। 'একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি' — উক্তিটি কার?

উত্তর ঃ এখানে কুলবধূরূপী দেবী অন্নপূর্ণার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরী পাটনির এই উক্তি।

২। 'খেয়া ঘাটের' মাঝির নাম লেখো।

উত্তর ঃ

৩। অন্নপূর্ণা নামটি কে দিয়েছিলেন?

উ ঃ

৪। 'পাষাণ বাপ' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উ ঃ

৫। কে ভূত নাচিয়ে ঘরে ঘরে ফেরেন?

উ ঃ

৬। কারা দেবী অন্নপূর্ণার পদ ধ্যান করেন?

উ ঃ

৭। দেবীর পাদস্পর্শে কী অষ্টাপদে পরিণত হয়েছে?

উ ঃ

৮। গঙ্গিনী নদী পাড় করে দেবী কার নিবাসে যাবেন?

উ ঃ

৯। কোন্দলের ত্রাসে দেবী কার বাড়ি ত্যাগ করলেন?

উ ঃ

১০। কোন্ মাসে, কোন্ তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো হয়ে থাকে?

উ ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ মান-৫

১। 'ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী'

ক. কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

খ. এখানে উল্লিখিত দুইজন ঈশ্বরী কে কে?

গ. পরিচয় দানের কারণ ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উত্তর ঃ ক. মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের রচিত 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের অন্তর্গত 'অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি' কাব্যাংশ থেকে গৃহীত।

খ. উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত দুইজন ঈশ্বরীর মধ্যে প্রথম ঈশ্বরী হলেন গাঙ্গিনী ঘাটের খেয়ামাঝি ঈশ্বরী পাটনি এবং দ্বিতীয় ঈশ্বরী হলেন কাশীশ্বরী দেবী অন্নপূর্ণা।

গ. কুলবধূরূপী দেবী অন্নপূর্ণা কোন্দলের ত্রাসে ভক্ত হরিহোড়ের নিবাস ত্যাগ করে অন্য আরেক ভক্ত ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে গাঙ্গিনী নদীর ঘাটে এসে অপর পাড়ে পৌঁছানোর জন্য খেয়ামাঝি ঈশ্বরী পাটনিকে আহ্বান করলেন। তখনকার সামাজিক রীতি অনুযায়ী কোনো নারীর একা চলাফেরা করার নিয়ম ছিল না। তাই এই অপরিচিতা কুলবধূকে বিনা পরিচয়ে খেয়া পাড় করতে সামাজিক অপবাদের ভয়ে ঈশ্বরী পাটনি অস্বীকার করেন। তখন দেবী নদী পাড় হওয়ার জন্য খেয়ামাঝি ঈশ্বরী পাটনিকে আংলকারিক ভাষায় আত্মপরিচয় দান করেন।

নিজে করো ঃ মান — ৫

২। 'অতি বড়ো বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোনো গুণ নাহি তার কপালে আগুন।।'

ক. কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

খ. কে, কাকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছেন?

গ. উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উঃ.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ'

ক. 'কু-কথা' শব্দের অর্থ কি?

খ. ঈশ্বরী পাটনি এই কথাটির কি অর্থ বুঝেছিলেন?

গ. দেবী এই কথার দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন? (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'এতো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়'।

ক. এ ধারণাটি কার?

খ. প্রথম 'মেয়ে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

গ. বক্তার এ মনোভাবের পরিচয় দাও। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'

ক. এখানে কার সন্তানের কথা বলা হয়েছে?

খ. এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বক্তার কী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে আলোচনা করো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। 'বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি'।

ক. বক্তা কে?

খ. কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা এ কথা বলেছিলেন?

গ. বক্তা কীভাবে বিশেষণের মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন? (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। 'দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল।'

ক. বক্তা কে?

খ. প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৮। 'তপজপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।'

ক. কে, কাকে এ কথা বলেছিল?

খ. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বক্তার চরিত্র আলোচনা করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি ঃ (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির চিরন্তন গর্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দ, ২৫শে বৈশাখ) উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদাদেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষালাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত ও অঙ্কণে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার'। বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর দান বিস্ময়কর ও অপরিমেয়। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, পত্রসাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাহিত্যরাশি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি — 'প্রভাত সংগীত', 'সন্ধ্যা সংগীত', 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', 'বলাকা', 'মহুয়া', 'খেয়া', 'পূরবী', 'প্রান্তিক', 'নৈবেদ্য', 'আরোগ্য' প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ 'Song Offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন যা বিশ্বভারতীরূপে তাঁর গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের 'জাতীয় সংগীত' এর রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, 'কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই'। এই প্রকৃতিপ্রেমী কবির প্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ২২শে শ্রাবণ)।

উৎসগ্রন্থ ঃ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোধূলি পর্যায়ের রচনা 'পরিচয়' কবিতাটি 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৩ই মাঘ শান্তিনিকেতনে কবি 'পরিচয়' কবিতাটি রচনা করেন। 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেন তাঁর বন্ধু বিশিষ্ট চিকিৎসক নীলরতন সরকারকে।

মূলভাব ঃ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন সায়াহ্নে রচিত দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধ কবিতা 'পরিচয়'। এই কবিতার মধ্য দিয়ে জীবনের গোধূলিবেলায় কবি বিশ্ববাসীর কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। পৃথিবী থেকে চির বিদায় লগ্নে কবি জীবনের সত্য পরিচয়ের হিসেব-নিকেশে মগ্ন। তাই তিনি নশ্বর জগৎ ও জীবনের মিলন ভূমিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন এবং তাদের মধ্যেই নিজের আত্মরূপ খুঁজে পেয়েছেন। নিখিল বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মবোধ থেকে কবি তাঁর জীবনের প্রথম পরিচয়কেই শেষ পরিচয়ের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই সাধারণ মানুষের স্নেহ-ভালোবাসায় তাদের আপনজন হয়ে চিরদিন তিনি থাকতে চান। আর কবির এই জীবনদর্শনের উপলব্ধিই এই কবিতায় আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

শব্দার্থ লেখো ঃ

তরি - নৌকা। কুসুমিত - পুষ্পিত। সাঙ্গ - শেষ। তরঙ্গ - ঢেউ। বিস্মৃত - ভুলে যাওয়া। আরবার - পুনরায়।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ **মান - ১**

বিস্মৃত - বি + স্মৃত। তরঙ্গ -

ফাল্গুন - বসন্ত -

ছিন্ন - ক্লান্ত -

সন্ধ্যা - অকস্মাৎ -

নির্দেশানুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। একা বসে গাইলাম যৌবনের বেদনার গান। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ একা বসে যে গান গাহিলাম তা হল যৌবনের বেদনার গান।

২। সেই গান শুনি কুসুমিত তরুতলে তরুণ-তরুণী তুলিল অশোক। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

৩। সেতারে বাঁধিলাম তার, গাহিলাম আরবার। (সরল বাক্য)

উত্তর ঃ

৪। আমি তোমাদেরই লোক। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

৫। ছিন্ন অংশ তারা। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

৬। ভাটার গভীর টানে, তরিখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

৭। জোয়ারের বেলা/সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা। (সরল বাক্য)

উত্তর ঃ

৮। সে মোর প্রথম পরিচয়। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

৯। একদিন তরিখানা থেমেছিল। (প্রশ্নসূচক বাক্য)

উত্তর ঃ

১০। আমি শুধু বলেছি, 'কে জানে'। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

উক্তি পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি/পরিচয় কোনো আছে নাকি

উত্তর ঃ তোমরা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলে যে, আমার কোনো পরিচয় আছে নাকি।

২। মোর হাতে দিয়া তারা কহিল, 'এ আমাদেরই লোক।'

উত্তর ঃ

৩। আমি শুধু বলেছি, 'কে জানে।'

উত্তর ঃ

৪। 'শুধাইছে দূর হতে চেয়ে,/সন্ধ্যার তারার দিকে/বহিয়া চলেছে তরণি কে?'

উত্তর ঃ

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ **মান - ১**

১। 'পরিচয়' কবিতাটির মূল কাব্যগ্রন্থের নাম হলো —

ক) চিত্রা, খ) পূরবী, গ) সেঁজুতি, ঘ) নৈবেদ্য

উত্তর ঃ সেঁজুতি।

২। তরিখানা যেখানে থেমেছিল —

ক) ঘাটে, খ) সমুদ্রে, গ) মোহনায়, ঘ) মাঝ নদীতে।

উ ঃ

৩। একা বসে কবি যে গান গেয়েছিলেন —

ক) যৌবনের সুখের গান খ) যৌবনের হতাশার গান

গ) যৌবনের বেদনার গান ঘ) যৌবনের আনন্দের গান

উ ঃ

৪। তরুণ-তরুণীরা যেখানে ছিল —

ক) কুসুমিত তরুতলে খ) ছায়াময় তরুতলে

গ) পল্লবিত তরুতলে ঘ) সুভাসিত তরুতলে

উত্তর ঃ

৫। তরুণ-তরুণীরা কবির হাতে যে ফুল দিয়েছিল —

ক) চাঁপা, খ) শিউলি, গ) পদ্ম, ঘ) অশোক।

উত্তর ঃ

৬। 'তারপরে সাঙ্গ হলো' — কী সাঙ্গ হলো —

ক) ভাঁটার বেলা খ) জোয়ারের বেলা

গ) পৃথিবীর খেলা ঘ) তরঙ্গের খেলা

উ ঃ

৭। '—— দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আসে' — শূন্যস্থানটিতে হবে —

ক) অতীতে, খ) বর্তমান, গ) যৌবনের, ঘ) বিস্মৃত।

উ ঃ

৮। ঝুরে পড়ে যে ফুলের দল —

ক) কনক চাঁপা, খ) অশোক, গ) কৃষ্ণচূড়া, ঘ) বকুল।

উ ঃ

৯। 'পরিচয়' কবিতার কোন্ পাখির উল্লেখ আছে

ক) কোকিল, খ) কাক, গ) ময়না, ঘ) টিয়া।

উ ঃ

১০। কবি তার বেঁধেছিলেন —

ক) বেহালায়, খ) সেতারে, গ) একতারায়, ঘ) বীণায়।

উ ঃ

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ **মান - ১**

১। 'পরিচয়' কবিতার কবির নাম কি?

উত্তর ঃ 'পরিচয়' কবিতার কবি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। 'পরিচয়' কবিতায় কার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল?

উ ঃ

৩। 'তোমরা শুধায়েছিলে' — এখানে 'তোমরা' কারা?

উ ঃ

৪। 'এ আমাদেরই লোক' — কারা এ কথা বলেছে?

উ ঃ

৫। একা বসে কে গান গেয়েছিলেন?

উ ঃ

৬। 'সেই গান শুনি' — এখানে কোন্ গানের কথা বলা হয়েছে?

উ ঃ

৭। 'তুলিল অশোক' — কারা অশোক ফুল তুলল?

উ ঃ

৮। 'পরিচয়' কবিতায় কোন্ ঋতুর উল্লেখ আছে?

উ ঃ

৯। ভাটার টানে তরিখানা কোথায় ভেসে যায়?

উ ঃ

১০। 'এই হোক শেষ পরিচয়' — এখানে কার পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে?

উ ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ **মান - ৫**

১। 'আর কিছু নয় —
এই হোক শেষ পরিচয়'

ক) কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

খ) কার শেষ পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে?

গ) উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য লেখো। (১+১+৩ = ৫)

উত্তর ঃ ক) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পরিচয়' কবিতার অংশ বিশেষ।

খ) এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে।

গ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের গোধূলি পর্যায়ে রচিত 'পরিচয়' কবিতাটির মধ্যে এক দার্শনিক সুরের প্রকাশ ঘটেছে। পৃথিবী থেকে চিরবিদায় লগ্নে কবি জীবনের সত্য পরিচয়ের হিসেব-নিকেষে মগ্ন। শুধুমাত্র জন্ম পরিচয়, পিতৃ পরিচয় বা কর্মজীবনের আভিজাত্যের পরিচয়ের গন্ডিতে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেননি। ব্যক্তি জীবনের পর্যালোচনায় কবি এই মর্ত্য পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মধ্যেই তাঁর পরিচয়ের অহংকার খুঁজে পান। আর এই উপলব্ধি থেকেই কবি এই নিখিল পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন এবং তাদের মধ্যেই তিনি তাঁর আত্মরূপ দেখতে পান। তিনি বিশ্বমানবের স্নেহ-ভালোবাসা-মমতায় তাদেরই একজন হিসেবে পরিচিত হতে চান।

নিজে করো ঃ **মান - ৫**

২। 'একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান'

ক) কে গান গেয়েছিল?

খ) যৌবনের গানকে কবি কেন 'বেদনার গান' বলেছেন?

গ) প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো । (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান'

ক) কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

খ) উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'তরিখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে'

ক) কোন্ তরির কথা এখানে বলা হয়েছে?

খ) তরিটি কেন সমুদ্রের পানে ভেসে যায় আলোচনা করো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।'

ক) উদ্ধৃতাংশের কবি ও কবিতার নাম লেখো।

খ) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। 'সে মোর প্রথম পরিচয়'

ক) কোন্ কবিতার অন্তর্গত?

খ) বক্তা কে?

গ) বক্তার প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দাও। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। 'বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে'।

ক) কার বিস্মৃত দিনের কথা মনে পড়ে?

খ) পংক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

হাট

কবি -- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫২)

কবি পরিচিতি ঃ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বাস্তববাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রামে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত এবং মাতা মোহিত কুমারী দেবী। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.ই. পাশ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তারই পাশাপাশি চলতে থাকে সাহিত্য সাধনা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন যুক্তিবাদী ও মননশীল কবি। সমাজের সাধারণ মানুষের কথা, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও দুঃখের কথাই তাঁর কাব্যের মূল সুর। তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে 'দুঃখবাদী' কবি নামে পরিচিত। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ — 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম', 'ত্রিযামা' ইত্যাদি। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলি হলো —'ম্যাকবেথ', 'কুমারসম্ভব', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো' প্রভৃতি। ১৯৫৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর কবি ইহলোক ত্যাগ করে বিদায় নেন।

উৎস গ্রন্থ ঃ

'হাট' কবিতাটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা' (১৯২৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মূলভাব ঃ

'হাট' কবিতায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বিশ্ব সংসারকেই হাটরূপে কল্পনা করেছেন। আমরা প্রত্যেকে এই ভবের হাটে ক্রেতা-বিক্রেতা। আবহমানকাল ধরে জগৎ সংসারের মানুষের জন্ম-মৃত্যুর এই আবর্তন ধারাকে কবি গভীর দার্শনিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে এই কবিতায় তুলে ধরেছেন। এই মানব সংসার একটি হাটের প্রতীকমাত্র। হাটে নতুন যাত্রীর আগমনের মতো এই মানব সংসারেও আবহমান কাল ধরে জন্মমৃত্যুর চিরকালের 'নিত্য নাটের খেলা' চলছে। তাই কবি সাধারণ গ্রামীণ হাটের রূপকের অন্তরালে মানব সংসাররূপী চিরন্তন হাটকে তুলে ধরেছেন।

শব্দার্থ ঃ

হাট - সাপ্তাহিক গ্রামীণ বাজার। দোচালা - দুই চালাবিশিষ্ট ঘর। পাখে - পাখায়। পাঁকুড় - এক বিশেষ প্রজাতির গাছ। বিদ্রুপ - ব্যঙ্গ। মুদিল - বন্ধ করল। ঠাঁই - স্থান। পসরা - বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র। শিশির বিমল - শিশিরের জলে ধুয়ে পরিষ্কার। সহি - সহ্য করে। পরখ - যাচাই করে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ **মান - ১**

নির্জন - নি: + জন	কানাকড়ি -
আহ্বান -	সন্ধ্যা -
মুক্ত -	বিদ্রুপ -
প্রশ্বাস -	শ্রেণিহারা -

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ মান - ১

১। হাটের দোচালা মুদিল নয়ান। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ হাটের যে দোচালা তা মুদিল নয়ান।

২। আঁধারেতে থাকে হাট। (নঞর্থক বাক্য)

উ ঃ

৩। দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ। (জটিল বাক্য)

উ ঃ

৪। সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ। (অস্ত্যর্থক বাক্য)

উ ঃ

৫। দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা অচেনার ভিড়ে। (জটিল বাক্য)

উ ঃ

৬। কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা। (যৌগিক বাক্য)

উ ঃ

৭। কত না ছিন্ন চরণ চিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে। (নির্দেশক বাক্য)

উ ঃ

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ মান –১

১। 'হাট কবিতার কবির নাম হলো —

ক) যতীন্দ্র মোহন বাগচী খ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গ) জীবনানন্দ দাশ ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর ঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

২। দূরে দূরে গ্রাম —

ক) দশ বারোখানি খ) বারো চৌদ্দখানি

গ) আট দশখানি ঘ) পাঁচ সাতখানি

উ ঃ

৩। 'নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একক — ডাকে' — শূন্যস্থানে হবে —

ক) কোকিলের খ) বকের

গ) কাকের ঘ) প্যাঁচার

উ ঃ

৪। হাটের দোচালা কী মুদিল ?

ক) নয়ন　　খ) আঁখি

গ) নেত্রপল্লব　　ঘ) করজোড়

উ ঃ

৫। কথার অন্ত থাকে না যে সময় —

ক) মধ্যাহ্নে　　খ) প্রাত:কালে

গ) রাত্রে　　ঘ) দিবসে

উ ঃ

৬। প্রভাতের ফলগুলি —

ক) গাছ পাকা　　খ) টাটকা

গ) সবুজ　　ঘ) শিশির বিমল

উ ঃ

৭। নিত্য যে খেলা চলছে —

ক) নাটের খেলা　　খ) ক্রেতার খেলা

গ) মেলার খেলা　　ঘ) জাদুর খেলা

উ ঃ

৮। নদীর বাতাস প্রশ্বাস ছাড়ে যে গাছের শাখায় —

ক) তমাল　　খ) অশোক

গ) পাকুড়　　ঘ) কৃষ্ণচূড়া

উ ঃ

৯। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে না যেখানে —

ক) গ্রামে　　খ) কুটিরে

গ) মেলায়　　ঘ) হাটে

উ ঃ

১০। উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চলে —

ক) ক্রয়বিক্রয়ের খেলা　　খ) চিরকাল একই খেলা

গ) ক্ষণকালের খেলা　　ঘ) পুতুল খেলা

উ ঃ

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ　　মান -১

১। 'হাট' কবিতার উৎসগ্রন্থের নাম কি ?

উ ঃ 'হাট' কবিতার উৎসগ্রন্থের নাম 'মরীচিকা'।

২। 'হাট' কবিতাটি কী জাতীয় কবিতা?

উ ঃ

৩। প্রভাতে কোথায় ঝাঁট পড়ে না?

উ ঃ

৪। বকের পাখায় কি লুকায়?

উ ঃ

৫। জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে কী বাজে?

উ ঃ

৬। দিবসে হাটে কাদের কোলাহল শোনা যায়?

উ ঃ

৭। হাটের কোন্ বস্তু 'পরখের ছল' সহ্য করে?

উ ঃ

৮। হাটে 'ওপারের লোক' পসরা নামালে কারা ছুটে আসে?

উ ঃ

৯। কখন গাঁটে কড়ি বাঁধা হয়?

উ ঃ

১০। 'নাটের খেলা' কোথায় চলে?

উ ঃ

১১। 'ছিন্ন চরণ চিহ্ন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ ঃ

১২। মুক্ত বাতাসে কী খোলা আছে?

উ ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ **মান -৫**

১। 'সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট'।

ক) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ?

খ) কোথায় সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে না?

গ) এরূপ অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উ ঃ ক) 'হাট' কবিতাটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচিত 'মরীচিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

খ) 'হাট' কবিতায় বর্ণিত গ্রামীণ হাটে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে না।

গ) দূরে ১০-১২টি গ্রাম নিয়ে একটি নির্জন জায়গায় হাট বসে। সারাদিন হাটে কেনা বেচা শেষ করে দিনান্তে মানুষ যে যার ঘরে ফিরে যায়। রাতের অন্ধকারে এই পৃথিবীর বুকে নি:সঙ্গ পড়ে থাকে হাট। সকাল ও সন্ধ্যায় এই নির্জন হাটে কারোর থাকার প্রয়োজন হয় না বলেই প্রভাতে যেমন ঝাঁট পড়ে না, তেমনি সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বালাবার প্রয়োজনও হয় না।

নিজে করো : **মান - ৫**

২। 'বাজে বায়ু আসি বিদ্রুপ বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে'।

ক) কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

খ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। 'দিবস রাত্রি নূতন যাত্রী নিত্য নাটের খেলা'।

ক) উদ্ধৃত অংশটি কার লেখা?

খ) কোন্ প্রসঙ্গে কবি এই উক্তি করেছেন?

গ) 'নিত্য নাটের খেলা' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। 'বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা'।

ক) কোন্ কবিতার অংশ?

খ) কে নীরব ব্যথা সহ্য করে?

গ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। 'হানাহানি করে কেউ নিল ভরে, কেউ গেল খালি ফিরে'

ক) 'হানাহানি' শব্দের অর্থ কি?

খ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৬। 'দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভিড়ে'।

ক) প্রসঙ্গ নির্দেশ করো।

খ) তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৭। 'কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা'

ক) কারা কাঁদে?

খ) কারা গাঁটে কড়ি বাঁধে?

গ) উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে মানব জীবনের কোন্ সত্যের কথা বলা হয়েছে ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৮। 'উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা'

ক) 'চিরকাল একই খেলা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

খ) তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

‘এখানে আকাশ নীল’

কবি — জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

কবি পরিচিতি ঃ

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা কাব্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি বর্তমানে বাংলাদেশের বরিশালে কবি জন্মগ্রহণ করে। স্বনামধন্য শিক্ষক সত্যানন্দ দাশ ছিলেন কবির পিতা এবং মাতা কুসুম কুমারী দেবী। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। অধ্যাপক রূপে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে কর্মজীবন শুরু করেন। কবি প্রকৃতির আলোকে মানুষ ও সমাজকে দেখেছেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইতিহাস চেতনা, মৃত্যু চেতনা। তাঁর কবিতার অভিনব শব্দের ব্যবহার ও চিত্ররূপ কবিতাকে জীবন্ত করে তুলেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘চিত্ররূপময় কবি’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ — ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপৃথিবী’, ‘বেলা-অবেলা-কালবেলা’, ‘রূপসী বাংলা’, ‘সাতটি তারার তিমির’ প্রভৃতি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ২২ অক্টোবর কলকাতার ট্রাম দুর্ঘটনায় কবির মৃত্যু হয়। মরণোত্তর সাহিত্য অ্যাকাডেমী পুরস্কারে কবিকে সম্মানিত করা হয়।

উৎসগ্রন্থ ঃ

‘এখানে আকাশ নীল’ কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মূলভাব ঃ

‘এখানে আকাশ নীল’ কবিতার পটভূমিকায় কবি বাংলার চিরপরিচিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে আপন মনের অনুভূতিতে অসাধারণত্বের ছোঁয়া দিয়েছেন। পল্লিবাংলার এই রূপ মাধুরী শুধু বর্তমানের সীমায় বন্দী নয়, তাতে রয়েছে অতীতের স্পর্শ। পৌরাণিক মঙ্গাল কাব্যের চরিত্রগুলি বাংলার সৌন্দর্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ‘চণ্ডীমঙ্গাল’ রচনার সময় হয়তো কোকিলের মিষ্টি গানে মুগ্ধ হয়েছেন। আবার, ‘মনসা মঙ্গাল’ কাব্যের নায়িকা বেহুলা মৃত স্বামীর শব নিয়ে তেমনি যাত্রাকালে বাংলার সৌন্দর্যভূমি ছেড়ে যাওয়ার পথে তাঁর চোখেও কুয়াশা ফুটেছিল। আবহমান বাংলার চিরন্তন সৌন্দর্য কবির গভীর ইন্দ্রিয়চেতনায় চিত্ররূপে পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শব্দার্থ লেখো ঃ

নীলাভ - নীল আভাযুক্ত। ভিমরুল - বিষাক্ত একপ্রকার বোলতা জাতীয় পতঙ্গ। চিকন - অতি মসৃণ মিহি। গুঞ্জরণ - গুণগুণ করা। সাধের - অত্যন্ত প্রিয়।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ **মান - ১**

নীলাভ - নীল + আভ। শ্রীমন্ত -

চঞ্চল - ধনপতি -

সন্ধ্যা - অস্পষ্ট -

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। এখানে আকাশ নীল। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ এখানে যে আকাশ তা নীল।

২। মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

৩। কোকিলের ডাক শুনে লেখা তার বাধা পায়। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

৪। বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

৫। লেখা তার বাধা পায়। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

৬। রং তার আশ্বিনের আলোর মতন। (প্রশ্নবোধক বাক্য)

উত্তর ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ **মান - ১**

১। এখানে আকাশ নীল কবিতার কবি হলেন —

ক) জীবনানন্দ দাশ খ) নজরুল

গ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর ঃ জীবনানন্দ দাশ

২। নীলাভ আকাশ জুড়ে রয়েছে —

ক) আকন্দ ফুল খ) সজিনার ফুল

গ) গোলাপ ফুল ঘ) জবা ফুল

উ ঃ

৩। আকন্দ ফুলে গুঞ্জরণ করে —

ক) মৌমাছি খ) ভিমরুল

গ) প্রজাতি ঘ) গঙ্গা ফড়িং

উ ঃ

৪। কোকিলের ডাক শুনে লেখা থেমে যায় —

ক) জীবনানন্দের খ) ধনপতির

গ) মুকুন্দরামের ঘ) কৃত্তিবাসের

উত্তর ঃ

৫। বেহুলা যে মঙ্গাল কাব্যের নায়িকা —

ক) চন্ডীমঙ্গাল　　খ) ধর্মমঙ্গাল

গ) অন্নদামঙ্গাল　　ঘ) মনসামঙ্গাল

উত্তর ঃ

৬। ধনপতি যে মঙ্গালকাব্যের নায়ক —

ক) মনসামঙ্গাল　　খ) চন্ডীমঙ্গাল

গ) অন্নদামঙ্গাল　　ঘ) ধর্মমঙ্গাল

উ ঃ

৭। বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে —

ক) গঙ্গার জল　　খ) যমুনার জল

গ) গাঙুড়ের জল　　ঘ) গোমতীর জল

উ ঃ

৮। লহনা হলেন —

ক) ধনপতির স্ত্রী　　খ) চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী

গ) লখীন্দরের স্ত্রী　　ঘ) কালকেতুর স্ত্রী

উ ঃ

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ　　মান - ১

১। 'এখানে আকাশ নীল' কবিতার উৎসগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'এখানে আকাশ নীল' কবিতার উৎসগ্রন্থের নাম হলো 'রূপসী বাংলা'।

২। কালো ভিমরুল কখন গুঞ্জরণ করে?

উ ঃ

৩। কার রং আশ্বিনের আলোর মতো?

উ ঃ

৪। ধনপতি, শ্রীমন্ত ও লহনা চরিত্রগুলো কোন্ মঙ্গালকাব্যের সঙ্গে যুক্ত?

উ ঃ

৫। কবি মুকুন্দরামের লেখা মঙ্গালকাব্যটির নাম কি?

উ ঃ

৬। কোন্ পাখির ডাক শুনে কার লেখা থেমে যায়?

উ ঃ

৭। গাঙুড়ের জল ভেঙে কে একা ভেসে চলেছে?

উ ঃ

৮। 'মেঠো পথে মিশে আছে' — 'মেঠো পথে' কী মিশে আছে?

উ ঃ

৯। কোকিলের ডাক শুনে কার চোখে কুয়াশা ফুটেছিল?

উ ঃ

১০। 'রূপসী বাংলার কবি' কাকে বলা হয়?

উ ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ **মান - ৫**

১। 'লেখা তার বাধা পায় — থেমে থেমে যায়—'

ক) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ?

খ) কার লেখা থেমে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে?

গ) কেন তাঁর লেখা থেমে যাচ্ছিল? (১+১+৩ = ৫)

উত্তর ঃ ক) রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের 'এখানে আকাশ নীল' কবিতার অংশ বিশেষ।

খ) মধ্যযুগের 'চণ্ডিকামঙ্গাল' কাব্যের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা থেমে যাচ্ছিল।

গ) মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম যখন দু-প্রহরে বসে তাঁর 'চণ্ডিকামঙ্গাল' কাব্যটি রচনা করছিলেন তখন বাংলার সুকণ্ঠী পাখি কোকিলের গানে আবিষ্ট হয়ে বাংলার রূপ-রস-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর লেখনী হয়তো থেমেছিল বলে কবি কল্পনা করেছেন।

নিজে করো : **মান-৫**

২। 'রং তার আশ্বিনের আলোর মতন —'

ক) কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ?

খ) কীসের রঙের কথা বলা হয়েছে?

গ) কবির প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় দাও। (১+১+৩ = ৫)

উ ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল —'

ক) কে একা চলেছেন?

খ) 'গাঙুড়' বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন?

গ) উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কেন গাঙুড়ের জল ভেঙে চলেছেন? (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'এখানে আকাশ নীল' কবিতায় কবি জীবনানন্দ বাংলার প্রকৃতির যে ছবি অঙ্কণ করেছেন তা কবিতা অবলম্বনে বর্ণনা করো।৫

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

সামান্যই প্রার্থনা

কবি — বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯২)

কবি পরিচিতি ঃ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে একজন বাস্তববাদী কবি ছিলেন বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী। জন্ম ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে অধুনা বাংলাদেশের সিলেটে। দেশভাগের পর ত্রিপুরা রাজ্যে চলে আসেন। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ থেকে ১৯৫০ সালে বি এ পাশ করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৬০ সালে মহারাজা বীরবিক্রম সন্ধ্যা কলেজে অধ্যাপকরূপে কাজে যোগদান করেন। সে সঙ্গে পাশাপাশি চলে সাহিত্য সাধনা ও চর্চা। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'জলপ্রপাতের কাছে নতজানু' (১৯৯৩) এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সেতুবন্ধন ও অন্যান্য কবিতা'। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রকাশিত 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থটির জন্য ত্রিপুরা সরকার ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে কবিকে মরণোত্তর পুরস্কার 'কবি সলিলকৃষ্ণ স্মৃতি'তে ভূষিত করেন। এই সমাজ সচেতন কবি মাত্র ৬২ বছর বয়সে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

উৎসগ্রন্থ ঃ

'সামান্যই প্রার্থনা' কবিতাটি ত্রিপুরার অন্যতম কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর রচিত 'জলপ্রপাতের কাছে নতজানু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মূলভাব ঃ

'সামান্যই প্রার্থনা' কবিতায় মানবতাবাদী কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী সমাজের অগণিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি সমাজের একদিকে দেখেছেন সভ্যতার অগ্রগতির বিকাশের ফলে মানুষ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক বৈষম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাই জীবনের পক্ষে বিভিন্ন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অভিশাপগুলির পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কবির মনের একান্ত কামনা। মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান। তার সঙ্গে সৃজন প্রতিভার বিকাশ, পারস্পরিক বিশ্বাস, স্নেহ-ভালোবাসা এবং শিক্ষা আর কিছু স্বাধীনতার অধিকারে পৃথিবী স্বর্গভূমিতে পরিণত হয়ে উঠবে বলে কবির বিশ্বাস। সবশেষে এই পৃথিবীর বুকে যখন জীবনলীলা ফুরিয়ে যাবে তখন তিনি মাটি ও মানুষের সৌহার্দ্য কামনা করেছেন।

শব্দার্থ লেখো ঃ

প্লাবন - বন্যা। খরা - অনাবৃষ্টি। মারি - মহামারি। বচসা - ঝগড়া। গজদন্ত - হাতির দাঁত। বিষাদ - দুঃখ। কিঞ্চিত - সামান্য। সৌহার্দ্য - প্রীতি। আঙিনা - উঠোন।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ **মান - ১**

গজদন্ত - গজ + দন্ত

স্বাধীনতা -

প্লাবন -

কিঞ্চিৎ -

জীবলীলা -

সৌহার্দ্য -

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। কিছু ফুল আঙিনায়। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ আঙিনায় যা, তা কিছু ফুল।

২। চাই নে বিবাদ। (প্রশ্নবোধক বাক্য)

উত্তর ঃ

৩। চাইনে তুফান তবুও ঝড় ওঠে। (সরল বাক্য)

উত্তর ঃ

৪। কিছু কিছু স্বাধীনতা। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

উক্তি পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। 'চাইনে বিষাদ, চাইনে বচসা কিংবা বিবাদ'।

উত্তর ঃ বক্তার কাম্য নয় বিষাদ, বচসা কিংবা বিবাদ।

২। 'চাইনে প্লাবন, চাইনে খরা'।

উ ঃ

৩। 'চাইনে দাঁতের বদলে দাঁত, ইটের বদলে ইট, অস্ত্র কিংবা শস্ত্র'।

উ ঃ

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ **মান –১**

১। 'সামান্যই প্রার্থনা' কবিতাটির মূল কাব্যগ্রন্থ হল —

ক) জলপ্রপাতের কাছে নতজানু খ) রূপসী বাংলা

গ) সেঁজুতি ঘ) বিদ্রোহী

উত্তর ঃ জলপ্রপাতের কাছে নতজানু।

২। কবি তুফান চান না, তবু ওঠে —

ক) স্রোত খ) তরঙ্গ

গ) ঝড় ঘ) প্লাবন

উ ঃ

৩। খরা হল —

ক) মহামারি খ) ঝড়

গ) বন্যা ঘ) অনাবৃষ্টি

উ ঃ

৪। কবি বিজনকৃষ্ণ আঙিনায় চেয়েছেন —

ক) মানুষজন　　খ) কিছু ফুল
গ) পাখির কূজন　　ঘ) গাছ-পালা

উ ঃ

৫। কবি অন্ন চেয়েছেন —

ক) এক থালা　　খ) এক বাটি
গ) এক মুঠো　　ঘ) দুয়েক মুঠো

উ ঃ

৬। 'আঙিনা' শব্দের অর্থ হল —

ক) বাড়ি　　খ) উঠোন
গ) ঘর　　ঘ) মাঠ

উ ঃ

৭। কবি 'কিছু সৌহার্দ্য' প্রার্থনা করেছেন —

ক) মানুষের কাছে　　খ) মাটির কাছে
গ) মাটি ও মানুষের কাছে　　ঘ) আত্মীয় স্বজনের কাছে

উ ঃ

৮। কবির পৃথিবীর কোলে একদিন শেষ হবে —

ক) রাসলীলা　　খ) জীবলীলা
গ) আনন্দলীলা　　ঘ) পাপলীলা

উ ঃ

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ　　মান -১

১। 'সামান্যই প্রার্থনা' কবিতার কবির নাম লেখো।

উ ঃ 'সামান্যই প্রার্থনা' কবিতার কবি হলেন বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী।

২। 'চাইলে তুফান' — কে তুফান চান না?

উ ঃ

৩। দিস্তের পর দিস্তে জুড়ে কী তৈরি করা হয়?

উ ঃ

৪। 'সামান্যই প্রার্থনা' কবিতায় কবি কি কি চেয়েছেন?

উ ঃ

৫। কবি কতটুকু অক্ষরজ্ঞান প্রত্যাশা করেছেন?

উ ঃ

৬। কবি 'এক চিলতে' কী চেয়েছেন?

উ ঃ

৭। 'গজদন্ত মিনার' বলতে কী বোঝ?

উ ঃ

৮। 'যোজনার খতিয়ান' কী?

উ ঃ

৯। কবি বিজনকৃষ্ণ জীবলীলার শেষে পৃথিবীর কাছে কী অন্তিম প্রার্থনা করেছেন?

উ ঃ

১০। 'সৌহার্দ্য' শব্দের অর্থ কী?

উ ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ **মান -৫**

১। 'চাইনে প্লাবন চাইনে খরা, চাইনে মারি'

ক) কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ?

খ) উক্তিটি কার?

গ) বক্তার মনোভাব ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উ ঃ ক) ত্রিপুরার কাব্য জগতের অন্যতম কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর 'সামান্যই প্রার্থনা' কবিতার অংশ।

খ) উক্তিটি কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর।

গ) 'সামান্যই প্রার্থনা' কবিতায় মানবতাবাদী কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর এই প্রার্থনা জানিয়েছেন। সকল প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অভিশাপগুলির পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, মৌলিক চাহিদা, পারস্পরিক বিশ্বাস কামনা করেছেন। তাই তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, মহামারির মতো কোনো বিপর্যয় মানব সভ্যতার বুকে যাতে না নেমে আসে তাঁর শুভ কামনা করেছেন।

নিজে করো : **মান-৫**

২। 'চাইনে গজদন্ত মিনার'।

ক) বক্তা কে?

খ) 'গজদন্ত মিনার' কী?

গ) কবি কেন তা চান না? (১+১+৩ = ৫)

উ ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'দিস্তের পর দিস্তে জুড়ে যোজনার খতিয়ান'।

ক) কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

খ) কবি কেন 'যোজনার খতিয়ান' চান না আলোচনা করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

৪। 'চাইনে বিষাদ, চাইনে বচসা কিংবা বিবাদ'

ক) কে বচসা কিংবা বিবাদ চান না?

খ) 'বচসা' শব্দের অর্থ কী?

গ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

৫। 'একখণ্ড বস্ত্র, দুয়েক মুঠো অন্ন, কিঞ্চিৎ অক্ষরজ্ঞান'

ক) কে এই প্রার্থনা করেছেন?

খ) বক্তার এরূপ প্রার্থনার কারণ লেখো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

৬। 'আর পৃথিবীর কোলে জীবলীলা শেষ হলে আরো কিছু সৌহার্দ্য – মাটি ও মানুষের' —

ক) কোন্ রচনার অন্তর্গত?

খ) কবি কাদের সৌহার্দ্য চেয়েছেন?

গ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

দস্যু কবলে

লেখক ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি— (১৮৩৮-১৮৯৪)

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস জগতে প্রথম সার্থক শিল্পী এবং জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ জুন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা দুর্গাদেবী। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্নাতকদের একজন। ইংরেজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সাধনাও শুরু করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল— 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', দেবী চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'সীতারাম' প্রভৃতি। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি হল— 'লোক রহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিবিধ প্রবন্ধ' ইত্যাদি। তিনি বাংলা সাহিত্যের 'সাহিত্য সম্রাট' হিসেবে পরিচিত। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল মহাপ্রতিভাধর সাহিত্যিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উৎসগ্রন্থ—

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' থেকে 'দস্যু কবলে' পাঠ্যাংশটি গৃহীত হয়েছে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে।

মূল বিষয়বস্তু —

রূপনগর রাজ্যের রাজা বিক্রমসিংহের অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা চঞ্চল কুমারীর জন্য মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব পানিগ্রহণের প্রস্তাব পাঠান। চঞ্চল কুমারী তাঁর জীবনের এই নিদারুণ সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় উদয়পুরের রানা রাজসিংহের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর শরণাপন্ন হতে চান। এই সংবাদ রাজপুত্র চূড়ামণি রাজসিংহের কাছে পৌঁছানোর জন্য দূত হিসেবে পিতৃকূল পুরোহিত অনন্ত মিশ্রকে উদয়পুর যেতে অনুরোধ করেন। কন্যাপ্রতীম রাজকুমারীকে চরম সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য নির্লোভ ব্রাহ্মণ এই দায়িত্বভার নিতে স্বীকৃতি হয়। যাত্রাপথে পরোপকারী ব্রাহ্মণ দস্যু কবলে পড়ে নিপীড়ত, নিগৃহীত ও লুণ্ঠিত হয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করেছেন— তারই কাহিনি সহজ সরল বর্ণনায় খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দস্যুদল নির্জন গুহায় লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ বাটোয়ার করে। লেখাপড়া জানা মানিকলাল পত্র দুটির গুরত্ব উপলব্ধি করে পত্র দুটো যথাস্থানে পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত করল।

শব্দার্থ ঃ

অন্ত:পুর— অন্দরমহল। বিভূতি চন্দন বিভূষিত— ভস্ম ও চন্দন সজ্জিত। আশারফি-স্বর্ণমুদ্রা। রুক্মিনী —দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী। একাহারী—যিনি একবার খাদ্যগ্রহণ করেন। সফেন—ফেনাযুক্ত। অবরোহণ— নামা। অধিত্যকা—পর্বতের সমতল উপরিভাগ। দৌরাত্ম—উৎপাত। বাঙ্‌নিষ্পত্তি—কথা শেষ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো: **মান-১**

আর্শীবাদ— আশী: + বাদ দুর্গম— দেবালয়— অনির্বচনীয়— দুর্বল—

পুরস্কার— ইতস্তত— বিচ্ছেদ— উদ্ধার— পর্যন্ত—

সমাগম— ব্যবস্থা—

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ **মান-১**

১। ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর — ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদিগে

র সঙ্গী হইলেন।

২। কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। (জটিল বাক্য)

উত্তর—

৩। অনন্তমিশ্র চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুল পুরোহিত। (জটিল বাক্য)

উত্তর—

৪। এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়াছিল (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর—

৫। বিপৎকালে যে ইতস্তত করে, সেই মারা যায়। (সরল বাক্য)

উত্তর—

৬। পথ অতি দুর্গম। (বিস্ময়সূচক বাক্য)

উত্তর —

৭। মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। (সরল বাক্য)

উত্তর —

৮। চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। (জটিল বাক্য)

উত্তর—

৯) পুরোহিত পাঁচটি আশরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর —

১০। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। (জটিল বাক্য)

উত্তর —

১১। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না। (অস্ত্যর্থক বাক্য)

উত্তর —

১২। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর —

১৩। মানিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর —

১৪। ইহাতে রোজগার হইতে পারে। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর —

১৫। কী আজ্ঞা করুন। (নির্দেশক বাক্য)

উত্তর —

উক্তি পরিবর্তন করো ঃ **মান-১**

১। গুরুদেব বলিলেন, ‘ মা লক্ষ্মী-আমাকে স্মরণ করিয়াছে কেন ?

উত্তর — গুরুদেব তাহাকে (চঞ্চলকুমারীকে) মা লক্ষ্মী সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবার কারণ জানিতে চাইলেন।

২। মিশ্র রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে ?

উত্তর —

৩। চঞ্চল। ‘আপনি বলিয়া দিন।’

উত্তর —

৪। ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কী থাকিবে ?”

উত্তর —

৫। মানিকলাল বলিল, ‘মালের কথাই আগে হউক।’

উত্তর —

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ **মান-১**

১। ‘দস্যু কবলে’ গদ্যাংশটির উৎসগ্রন্থের নাম হল—

ক) দুর্গেশনন্দিনী খ) চন্দ্রশেখর গ) রাজসিংহ ঘ) আনন্দমঠ

উত্তর — রাজসিংহ

২। অনন্তমিশ্র হলেন চঞ্চল কুমারীর —

ক) পিতা খ) পিতামহ গ)পিতৃকুল পুরোহিত ঘ) মাতৃকুল পুরোহিত

উত্তর —

৩। চঞ্চলকুমারীর সখীর নাম —

ক) নির্মল কুমারী খ) সহচরী গ) দ্রৌপদী ঘ) প্রফুল্ল

উত্তর —

৪। জরির থলি থেকে অনন্ত মিশ্র নিলেন—

ক) একটি আশরফি খ) পাঁচটি আশরফি গ) দশটি আশরফি ঘ) ছয়টি আশরফি।

উত্তর —

৫। চঞ্চল কুমারীর পিতার নাম —

ক) রাজসিংহ খ) বিক্রম সিংহ গ) প্রতাপসিংহ ঘ) উদয়সিংহ

উত্তর —

৬) অনন্ত মিশ্র আহার করতেন —

ক) দিনে একবার খ) দিনে দুইবার গ) দিনে তিনবার ঘ) দিনে চারবার

উত্তর —

৭) পার্বত্য পথ অতিশয় ছিল—

ক) বাঁকা খ) বন্ধুর গ) আরোহণীয় ঘ) অবরোহণীয়

উত্তর —

৮। বিক্রম সিংহ রাজা ছিলেন—

ক) উদয়পুরের খ) জয়পুরের গ) মেবারের ঘ) রূপনগরের

উত্তর —

৯। উদয়পুরের রানার নাম হল —

ক) মানিকলাল খ) রাজসিংহ গ) বিক্রমসিংহ ঘ) সংগ্রামসিংহ

উত্তর —

১০। দস্যুদের মধ্যে লিখতে পড়তে জানত—

ক) দলের সর্দার খ) মানিকলাল গ) কানাইলাল ঘ) রঘুলাল

উত্তর —

নীচের প্রশ্নগুলি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **মান-১**

১। 'দস্যু কবলে' গদ্যাংশটির রচয়িতা কে?

উত্তর —'দস্যু কবলে' গদ্যাংশটির রচয়িতা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিজে করো :

২। 'পথে অন্নই খাইতে হইবে' — কার উক্তি?

উত্তর —

৩। কারা রাজসিংহের উদ্দেশ্যে পত্র লিখলেন?

উত্তর —

৪। চঞ্চলকুমারী অনন্ত মিশ্রকে কী কী জিনিস দিয়েছিলেন?

উত্তর —

৫। অনন্ত মিশ্র তাঁর যাত্রাপথে কাকে সঙ্গে নিলেন?

উত্তর —

৬। অনন্ত মিশ্রের যাত্রাপথে কীসের ভয় ছিল?

উত্তর —

৭। অনন্ত মিশ্রের সঙ্গে কারা দেবালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল?

উত্তর —

৮। 'যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও'— বক্তা কে।

উত্তর —

৯। বিপদে পড়লে দুর্বলের অবলম্বন কী হয়?

উত্তর —

১০। 'উহা পোড়াইয়া ফেল'— বক্তা কে?

উত্তর —

১১। দস্যুরা বৃদ্ধ অনন্ত মিশ্রকে কীসের সঙ্গে বেঁধেছিল?

উত্তর —

১২। 'মালের কথাই আগে হউক'— কার উক্তি?।

উত্তর —

১৩। দস্যুরা আশরফিগুলি কেটে কয় ভাগ করল?

উত্তর —

১৪। লুণ্ঠিত কোন্ বস্তু থেকে রোজগার হতে পারে বলে মানিকলাল মনে করে?

উত্তর —

১৫। লুণ্ঠিত কোন্ বস্তুটি বিক্রয় না হলে ভাগ করা যাবে না?

উত্তর —

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ **মান-৫**

১। 'পথ খরচটা জুটলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।'

ক) কার লেখা, কোন্ রচনার অন্তর্গত?

খ) এখানে 'আমি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

গ) প্রসঙ্গ ব্যাখা করো। (১+২+২=৫)

উত্তর — ক) সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' এর অন্তর্গত 'দস্যু কবলে' গদ্যাংশ থেকে গৃহীত।

খ) এখানে 'আমি বলতে পিতৃকুল পুরোহিত মহামহোপাধ্যায় অনন্ত মিশ্রকে বোঝানো হয়েছে।

গ) দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব রূপনগরের রাজা বিক্রমসিংহের কাছে রাজকুমারী চঞ্চল কুমারীর পানিগ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে দিল্লী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। এর ফলে চঞ্চল কুমারী এক গভীর সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। এই কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজকুমারী উদয়পুরে রানা রাজসিংহের শরণাপন্ন হতে চান। আর এই সংবাদ পৌঁছানোর জন্য দূত হিসেবে রাজকুমারী পিতৃকুল পুরোহিত অনন্ত মিশ্রের সাহায্য প্রার্থী হন। অনন্ত মিশ্র রাজকুমারীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে এই উক্তিটি করেন।

নিজে করো : **মান - ৫**

২। 'পথে অন্নই খাইতে হইবে— আশরফি খাইতে পারিব না'

ক) কে, কাকে একথা বলেছিলেন?

খ) এখানে কোন্ পথের কথা বলা হয়েছে?

গ) উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তার মানসিকতার পরিচয় দাও। (১+২+২=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। 'রাজকুমারী তাহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন'

ক) কোন্ রচনার অন্তর্গত?

খ) রাজকুমারী কাকে প্রণাম করেছিল?

গ) রাজকুমারী যাকে প্রণাম করেছেন সে কোথায় কেন গিয়েছিলো? (১+১+৩=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। 'আমরা পত্র লিখিব'

ক) এখানে কারা পত্র লিখবে?

খ) কাকে পত্র লিখবে?

গ) পত্র লেখার কারণ আলোচনা করো। (১+২+২=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। 'বিপদকালে যে ইতস্তত, করে, সে মারা যায়'

ক) উক্তিটি কার?

খ) প্রসঙ্গ কী?

গ) ইতস্তত ব্যক্তির কী পরিণতি হয়েছিল? (১+২+২=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৬। 'ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হয়েছিলেন'—

ক) বাহ্মণটি কে?

খ) কোন্ প্রশ্নটি শুনে ব্রাহ্মণ চমকিত ও ভীত হলেন?

গ) ব্রাহ্মণ কেন চমকিত ও ভীত হলেন আলোচনা করো। (১+২+২=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

৭। 'এ সকল স্থান রানার রাজ্য'—

ক) বক্তা কে?

খ) রানা কে?

গ) বক্তা কখন এবং কেন উক্তিটি করেছিলেন? (১+১+৩)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৮। 'সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত'

ক) কোন্ রচনার অন্তর্গত?

খ) 'তাঁহাকে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

গ) সকলে তাঁকে কেন ভক্তি করতো আলোচনা করো। (১+১+৩)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৯। 'আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন'

ক) কাকে রাখি বেঁধে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?

খ) 'আমার' ও 'আপনি' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

গ) প্রসঙ্গ ব্যাখা করে আলোচনা করো। (১+২+২)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

১০। 'কাগজে আর কী হইবে, উহা পোড়াইয়া ফেল'।

ক) কোন্ রচনার অংশ?

খ) উক্তিটি কার?

গ) বক্তা কেন এটি পোড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা প্রসঙ্গসহ আলোচনা করো। (১+১+৩)

উঃ .....

.....

.....

.....

নতুনদা

লেখক — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি ঃ (১৮৭৬-১৯৩৮)

বাংলার কালজয়ী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ভুবন মোহিনী দেবী। তাঁর শৈশব কেটেছে ভাগলপুর মামার বাড়িতে, তাই তাঁর লেখায় বারবার ভাগলপুরের ছবি ভেসে উঠেছে। ১৯০৩ সালে কর্মান্বেষণে তিনি রেঙ্গুন গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানেই তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পটি শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প। 'বড়দিদি' উপন্যাস লিখে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল — 'বিরাজ বৌ', 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা', 'বিপ্রদাস', 'দেবদাস', 'দত্তা, 'শ্রীকান্ত', 'পরিণীতা', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'পথের দাবী' ইত্যাদি। 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্র সাহিত্য সাধনার জন্য 'জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক' লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধিতে সম্মানিত করেন। এই অমর কথাসাহিত্যিক ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন।

উৎসগ্রন্থ ঃ

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'নতুনদা' গদ্যাংশটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' এর প্রথম পর্বের সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকে গৃহীত।

মূল বিষয়বস্তু ঃ

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' এর প্রথম পর্বের সপ্তম পরিচ্ছেদের অংশ 'নতুনদা' গদ্যাংশটি। নতুনদাকে আমরা কোলকাতার দর্জিপাড়ার অধিবাসী আরামপ্রিয়, অসজ্জন, স্বল্পবিদ্যার অহংকারী ও নির্লজ্জ স্বভাবের চরিত্র রূপে দেখি। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন 'বাবু সমাজ'কে পরোক্ষভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও কৌতুক রসের মধ্য দিয়ে বিদ্ধ করেছেন। ইন্দ্রের এল.এ. পাশ মাসতুতো দাদা নতুনদা ডিঙি দিয়ে হারমোনিয়াম বাজাতে থিয়েটারে যাবে। পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তার ভয়ঙ্কর সাজ দেখে শ্রীকান্ত ভয় পেয়ে যায়। তিনি অত্যন্ত রুক্ষ্ম ভাষায় শ্রীকান্তের সঙ্গে ভৃত্যের মতো ব্যবহার করে। অত্যন্ত স্বার্থপর নতুনদা শীতের রাতে গঙ্গার ঠান্ডা জলে ইন্দ্র ও শ্রীকান্তকে ডিঙি টানতে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় ক্ষুধার উদ্রেক হলে এই অচেনা স্থানে ইন্দ্র ও শ্রীকান্তকে খাবার আনতে পাঠায়। এ সময় নতুনদা গান ধরলে তার সংগীত চর্চার সুর শুনে কুকুরের দল তাকে তাড়া করলে সে প্রাণ বাঁচাতে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। ইন্দ্র সেখান থেকে নতুনদাকে উদ্ধার করলে সে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার বদলে আরও কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করে। 'নতুনদা' চরিত্রটিতে লেখক মানবিকবোধ শূন্য, অন্ত:সারশূন্য এক বিশেষ শহুরে শ্রেণির বাবুয়ানাকে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলোর প্রতিফলিত করার প্রয়াস করেছেন।

শব্দার্থ লেখো ঃ

ডিঙি - ছোটো নৌকা। র‍্যাপার - গায়ের চাদর। দস্তানা - হাত মোজা। উজান - স্রোতের বিপরীত। খোট্টা - নিম্নশ্রেণির লোক। অসজ্জন - দুষ্ট লোক। নিমজ্জিত - জলে ডুবে আছে এমন। প্রত্যাবর্তন - ফিরে আসা। অশ্রুতপূর্ব - যা পূর্বে শোনা যায়নি।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ **মান - ১**

অসজ্জন - অসৎ + জন

ব্যর্থ -

বৃষ্টি -

অত্যাচার -

প্রস্থান -

সর্বাঙ্গ -

অত্যন্ত -

জ্যোৎস্নালোক -

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। তেলের গন্ধে ভূত পালায়। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ তেলের যে গন্ধ তাতে ভূত পালায়।

২। ডিঙি যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। (সরল বাক্য)

উত্তর ঃ

৩। আমরা ডিঙিতে যাবো। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

৪। আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। (অস্তর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

৫। চাঁদের আলোকে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

৬। গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

৭। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

৮। রাত্রি দুটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

৯। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

১০। এতটুকু সাহায্য করিলেন না। (অস্ত্যর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

উক্তি পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। 'ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, 'নতুনদা, এ যে ভারি মুশকিল হল।'

উত্তর ঃ ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া নতুনদাকে জানাইল যে ভারি মুশকিল হইয়াছে।

২। বাবু কহিলেন, 'হাত-পা একটু খেলানো চাই'।

উ ঃ

৩। 'তোর নাম কীরে?' ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

উ ঃ

৪। অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল 'আমি যাব'।

উ ঃ

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ **মান —১**

১। 'নতুনদা' গল্পের উৎস গ্রন্থের নাম হল —

ক) শ্রীকান্ত খ) দেবদাস
গ) 'চরিত্রহীন ঘ) বড়দিদি

উত্তর ঃ 'শ্রীকান্ত'।

২। নতুন দা ছিলেন ইন্দ্রের —

ক) পিসতুতো ভাই খ) মাসতুতো ভাই
গ) খুড়তুতো ভাই ঘ) জ্যাঠতুতো ভাই

উ ঃ

৩। সেদিন ছিল কনকনে শীতের —

ক) সন্ধ্যা খ) ভোর
গ) বিকেল ঘ) রাত

উ ঃ

৪। শ্রীকান্ত কত মিনিটের মধ্যে র‍্যাপার টেনে বের হয়েছে —

ক) এক মিনিট খ) তিন মিনিট
গ) পাঁচ মিনিট ঘ) সাত মিনিট

উ ঃ

৫। কলকাতার বাবু —

ক) কঠোর বাবু খ) ভয়ংকর বাবু

গ) কোমল বাবু ঘ) রাগী বাবু

উ ঃ

৬। তেলের গন্ধে যা পালায় —

ক) রাক্ষস খ) পেত্নী

গ) ভূত ঘ) ব্রহ্মদৈত্য

উ ঃ

৭। হাতের দস্তানা খুললে নতুনদার ঠান্ডা লেগে হতে পারে —

ক) জ্বর খ) মাথাব্যথা

গ) নিমোনিয়া ঘ) সর্দি

উ ঃ

৮। নতুনদা থিয়েটারে বাজাবে —

ক) হারমোনিয়া খ) সেতার

গ) করতাল ঘ) ঢোল

উ ঃ

৯। নতুনদা সম্প্রতি পাশ করেছেন —

ক) এল. এ. খ) বি. এ.

গ) এম. এ. ঘ) এল. এল. বি.

উ ঃ

১০। নতুনদার খিদে পাওয়ায় ইন্দ্রকে তিনি আনতে বলেছিলেন —

ক) মুড়ি খ) ছাতু

গ) চিঁড়ে ঘ) খই

উ ঃ

১১। ইন্দ্রের নতুনদা এসেছেন —

ক) বিহার থেকে খ) কলকাতা থেকে

গ) রাঁচি থেকে ঘ) আসাম থেকে

উ ঃ

১২। ডাঙায় উঠে প্রথমেই নতুনদা খুঁজেন —

ক) দস্তানা খ) পাম্প সু

গ) চাদর ঘ) ওভার কোট

উ ঃ

১৩। ডিঙি ঘাটে এসে পৌঁছায় রাত —

ক) একটার পর　　খ) দুটোর পর

গ) তিনটের পর　　ঘ) পাঁচটার পর

উ ঃ

১৪। নতুনদার গান শুনে তাকে তাড়া করেছিল —

ক) ভালুক　　খ) শৃগাল

গ) কুকুর　　ঘ) বন্য নেকড়ে

উ ঃ

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ　　মান -১

১। 'নতুনদা' গদ্যাংশের রচয়িতা কে?

উ ঃ 'নতুনদা' গদ্যাংশের রচয়িতা হলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২। ইন্দ্রের মাসতুতো দাদার নাম কী ছিল?

উ ঃ

৩। 'আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম' — এখানে আমি কে?

উ ঃ

৪। 'নতুনদা' গদ্যাংশে কোন্ ঋতুর উল্লেখ আছে?

উ ঃ

৫। চাঁদের আলোকে কাকে দেখে শ্রীকান্ত ভয় পেয়ে গেল?

উ ঃ

৬। নতুনদা কোন্ পথে থিয়েটারে যেতে চান?

উ ঃ

৭। নতুনদা হাততালি দিয়ে কী গান ধরলেন?

উ ঃ

৮। নতুনদা কাকে তামাক সাজাতে বলেছিল?

উ ঃ

৯। কে যমকেও ভয় করে না?

উ ঃ

১০। গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় কার, কী উদ্রেক হয়েছে?

উ ঃ

১১। 'দু'জনে প্রাণপনে ছুটিয়া গেলাম' — 'দুজন' কে কে?

উ ঃ

১২। নতুনদা ডাঙায় উঠে প্রথম কথা কী বললেন?

উ ঃ

১৩। দূরে জলের ধার ঘেঁসিয়া কারা চিৎকার করছিল?

উ ঃ

১৪। কীসের শোকে নতুনদা নিজের শরীরের কথাও ভুলে গেলেন?

উ ঃ

১৫। কে ভিজে বালির উপর শুয়ে পড়েছিল?

উ ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ **মান -৫**

১। '...তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই।'

ক) কার লেখা, কোন্ রচনার অন্তর্গত?

খ) 'তাঁহার' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

গ) তিনি শীতের বিরুদ্ধে কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন? (১+১+৩ = ৫)

উ ঃ ক) কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' এর অন্তর্গত 'নতুনদা' গদ্যাংশ থেকে গৃহীত।

খ) 'তাঁহার' বলতে ইন্দ্রের মাসতুতো দাদা কোলকাতার বাবু নতুনদাকে বোঝানো হয়েছে।

গ) কোলকাতার দর্জিপাড়ার বাবু নতুনদা ইন্দ্রদের গ্রামে এসে পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে এক বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। শীতে গঙ্গার বুকে ডিঙিতে করে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে নতুনদা অদ্ভুত পোশাকে সজ্জিত হয়ে থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতে চলেছেন। চাঁদের আলোকে নতুনদার এরূপ পোশাক দেখে শ্রীকান্ত ভয় পেয়ে যায়। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য নতুনদা ভয়ংকরভাবে নিজেকে সজ্জিত করেছেন। তার পায়ে সিল্কের মোজা ও চকচকে পাম্প সু, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি এবং শরীরের আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া। ইন্দ্রের গায়ে একটি পাতলা আলোয়ান ও শ্রীকান্তের গায়ে একটি র‍্যাপার থাকলেও শীতকে কাবু করতে নতুনদার এই বিশাল ও অদ্ভুত আয়োজন।

নিজে করো ঃ

২। 'কোলকাতার বাবু — অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু'

ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ পাঠ্যাংশের অন্তর্গত?

খ) কোলকাতার বাবুটি কে?

গ) তাকে কেন 'ভয়ংকর বাবু' বলা হয়েছে? (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম'

ক) 'আমি' কে?

খ) বক্তা কোন্ কথা শুনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন?

গ) বক্তার নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ কী? (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'চাঁদের আলোকে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম'

ক) কে, কাকে দেখে ভয় পেয়েছিল?

খ) বক্তার ভয়ের কারণ লেখো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'বস্তুত আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি' —

ক) বক্তা কে?

খ) অসজ্জন ব্যক্তিটি কে?

গ) বক্তার এরূপ মন্তব্যের কারণ কী? (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। 'আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে, যমকেও ভয় করিনে '

ক) দর্জিপাড়ার ছেলেটি কে?

খ) বক্তা কোন্ পরিস্থিতিতে এ কথা বলেছিল? (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। 'তাহার মুখ অত্যন্ত পান্ডুর কিন্তু চোখ দুটো জ্বলিতে লাগল'

ক) কার মুখ অত্যন্ত পান্ডুর?

খ) উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৮। 'নতুনদা' গল্প অবলম্বনে নতুনদা চরিত্র বিশ্লেষণ করো। ৫

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৯। 'নতুনদা' গল্প অবলম্বনে ইন্দ্রনাথ চরিত্রের বিশ্লেষণ করো। ৫

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

১০। 'নতুনদা' গল্প অবলম্বনে শ্রীকান্ত চরিত্রের ভূমিকা আলোচনা করো। ৫

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

সিংহের দেশ

লেখক — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি ঃ (১৮৯৪-১৯৫০)

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মুরাতিপুর গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতিক নিবাস যশোর জেলায়। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা মৃণালিনী দেবী। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতি ভূষণ প্রকৃতির নানা রূপকে ও মানব জীবনের নানা আঙ্গিককে তুলে ধরেছেন। তিনি বিভিন্ন উপন্যাস, ছোটগল্প, দিনলিপি, ভ্রমণ কাহিনি এবং শিশু সাহিত্য রচনা করেন। 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ রচনা। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল — 'আরণ্যক', 'অপরাজিত', 'ইচ্ছামতী', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'দেবযান' ইত্যাদি। 'মৌরীফুল', 'কিন্নর দল', 'মেঘমল্লার' ইত্যাদি গল্প সংকলন। 'ইচ্ছামতী' উপন্যাসের জন্য তিনি মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। এই খ্যাতিমান সাহিত্যিক ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর বিহারের ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ করেন।

উৎসগ্রন্থ ঃ

'সিংহের দেশ' গদ্যাংশটি কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে গৃহীত।

মূল বিষয়বস্তু ঃ

'সিংহের দেশ' গদ্যাংশে লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আফ্রিকা মহাদেশের ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর রূপের এক অসাধারণ চিত্র তুলে ধরেছেন। 'সিংহের দেশ' নামে খ্যাত আফ্রিকার ইউগান্ডা নামক জনমানবহীন এক গভীর অরণ্যে রেলওয়ের কনস্ট্রাকশন কোম্পানির কাজ চলছে। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় শংকর জীবিকার অন্বেষণে এখানে কেরানি ও স্টোর কিপারের চাকুরি নিয়ে আসে। তারই মতো চাকুরি নিয়ে আসা এক ভ্রমণ বিলাসী মাদ্রাজি যুবক তিরুমলের সঙ্গে শংকরের বন্ধুত্ব হয়। বাড়িঘর না থাকায় এখানে সবাই মুক্ত প্রান্তরে চক্রাকারে সাজানো তাঁবুতে থাকে। সারাদিন কাজের পর শংকর প্রতিদিনই প্রকৃতির আকর্ষণে বেরিয়ে পড়ে। তাঁবুর শেষ সীমানায় আফ্রিকার বিখ্যাত বাওবাব গাছ, বহুদূর প্রসারিত দীর্ঘ ঘাসে ভরা ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখে তার আশ মেটে না। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব শংকরকে এই অঞ্চলের ভয়াবহতা জানিয়ে বন্দুক ছাড়া ঘুরে বেড়াতে সাবধান করেন। লম্বা লম্বা ঘাসের বনভূমিতে যে কোনো সময় মানুষ খেকো সিংহের আক্রমণ নেমে আসতে পারে। রাতে সিংহের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কুলিরা তাঁবুর খোলা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এরই মধ্যে সিংহের আক্রমণে একের পর এক কুলি নিহত হয়। এক গভীর রাতে সবার অলক্ষ্যে সিংহ তিরুমলকে তুলে নিয়ে যায়। তিরুমলের মৃত্যু সবাইকে আরো আতঙ্কিত করে তোলে। ধূর্ত ও সাহসী সিংহের ভয়ে দিনেও একা বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। শেষ পর্যন্ত শংকরের সাহসিকতায় সিংহ আহত হয়। একদিকে সিংহের উপদ্রব বাড়তে থাকায় এবং অন্যদিকে বর্ষার প্রতিকূল পরিস্থিতি বিবেচনায় শংকর স্টেশন মাস্টারের চাকুরি নিয়ে এই স্থান ত্যাগ করে। লেখকের দৃশ্যপট বর্ণনার গুণে অচেনা অজানা রহস্যঘেরা আফ্রিকার ভয়ংকরতার মধ্যেও এক অপরূপ সৌন্দর্য পাঠকের মনকেও ভ্রমণপিপাসু করে তোলে।

শব্দার্থ লেখো ঃ

কনস্ট্রাকশন - নির্মাণ। বাওবাব গাছ - আফ্রিকার একটি বিখ্যাত গাছ। সাফ - পরিষ্কার। তাঁবু - কাপড়ের তৈরি অস্থায়ী ঘর বিশেষ। ট্রপিক্যাল - ক্রান্তীয়। র‍্যাক - থাবা। দস্তুর মতো - রীতিমতো। অশ্বতর - ঘোড়া ও গাধার মধ্যবর্তী এক ধরনের প্রাণী (খচ্চর)। অবিচলিত - চঞ্চল না হয়ে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ **মান - ১**

দিগন্তে - দিক্ + অন্তে

দৃষ্টি -

নির্জন -

ছিন্ন-

ব্যবস্থা -

প্রাগৈতিহাসিক-

সিংহ -

পরিষ্কার -

সন্ধান -

পরীক্ষা -

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। হঠাৎ শংকরের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ হঠাৎ শংকরের শরীরে যা খেলে গেল, তা হল বিদ্যুৎ।

২। ইউগান্ডা সিংহের দেশ। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

৩। আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। (বিস্ময়সূচক বাক্য)

উত্তর ঃ

৪। সে সুর অপার্থিব ধরনের মিষ্টি। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

৫। শংকর এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলো (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

৬। তাঁবু ওখান থেকে ওঠে গেল। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

৭। জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

৮। যেমন সে ধূর্ত, তেমনি সাহসী। (সরল বাক্য)

উত্তর ঃ

৯। দু'জনে তাঁবুর পর্দা তুলে আস্তে আস্তে বাইরে এল। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

১০। তারা যমকেও ভয় করে না। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

উক্তি পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। 'সাহেব বললে, 'সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে।'

উত্তর ঃ সাহেব জানাল যে, সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে।

২। শংকর বললে, 'সাহেব, তোমার ম্যানলিকারটা দাও'।

উ ঃ

৩। 'শংকর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'এই মাত্র দেখে গেলাম স্যার'।

উ ঃ

৪। সাহেব বললে, 'মানুষ খেকো সিংহ বেশী থাকে না'।

উ ঃ

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ **মান –১**

১। 'সিংহের দেশ' গদ্যাংশটির মূলগ্রন্থ হল —

ক) চাঁদের পাহাড় খ) পথের পাঁচালী

গ) আরণ্যক ঘ) ইচ্ছামতী

উত্তর ঃ 'চাঁদের পাহাড়'।

২। ইউগান্ডা রেলওয়ে স্টেশনটির নাম হলো —

ক) মোম্বাসা খ) নুডস বার্গ

গ) ভিক্টোরিয়া ঘ) জিম্বারি

উ ঃ

৩। শংকরের যে গাছ দেখে আশ মেটে না —

ক) লম্বা ঘাস খ) বাওবাব

গ) চেরী ঘ) পাম

উ ঃ

৪। কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কেরানি ও সরকারি স্টোরকিপার হয়ে এসেছে —

ক) তিরুমল খ) শংকর

গ) আলভারেজ ঘ) ইঞ্জিনিয়ার সাহেব

উ ঃ

৫। বন্দুকের র‍্যাকে রাখা ছিল —

ক) ৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফেল　　খ) ৩৭০ ম্যানলিকার রাইফেল

গ) ৩৮৫ ম্যানলিকার রাইফেল　　ঘ) ৩৯৫ ম্যানলিকার রাইফেল

উ ঃ

৬। শংকর যে খবরের কাগজ পড়ছিল —

ক) কেনিয়া ডে নিউজ　　খ) কেনিয়া নাইট নিউজ

গ) কেনিয়া মর্নিং নিউজ　　ঘ) কেনিয়া নুন নিউজ

উ ঃ

৭। মাদ্রাজি কেরানিটির নাম —

ক) শংকর　　খ) তিরুমল

গ) আলভারেজ　　ঘ) সাহেব

উ ঃ

৮। তিরুমল বড়ো ভালোবাসে তার —

ক) বড়ো দাদাকে　　খ) ছোট বোনকে

গ) মাকে　　ঘ) বাবাকে

উ ঃ

৯। 'সিম্বা-সিম্বা' বলে চিৎকার করে উঠল —

ক) মাসাই কুলি　　খ) তিরুমল

গ) শংকর　　ঘ) ইঞ্জিনিয়ার সাহেব

উ ঃ

১০। কোন্ মাসে বর্ষা নামল?

ক) এপ্রিল মাসের শুরুতে　　খ) মে মাসের শুরুতে

গ) জুন মাসের শুরুতে　　ঘ) জুলাই মাসের শুরুতে

উ ঃ

১১। শংকরের মনে যার ডাক শুনে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের অনুভূতি জেগে ওঠে —

ক) কুকুরের　　খ) শেয়ালের

গ) সিংহের　　ঘ) কোকিলের

উ ঃ

১২। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে শংকরের ঘরের কোণে যে গাছ ছিল —

ক) পেয়ারা গাছ　　খ) আম গাছ

গ) বিলিতি আমড়া গাছ　　ঘ) লেবু গাছ

উ ঃ

১৩। আফ্রিকার বিভীষিকাময় মরুভূমিটি হলো —

ক) থর　　খ) সাহারা

গ) কালাহারি　　ঘ) গোবি

উ ঃ

১৪। শংকর বন্দুক উঁচিয়ে উপরি উপরি গুলি করল —

ক) একবার　　খ) দু-বার

গ) তিনবার　　ঘ) চারবার

উ ঃ

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ　　মান -১

১। 'সিংহের দেশ' গল্পের লেখকের নাম কী?

উ ঃ 'সিংহের দেশ' গল্পের লেখক হলেন কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজে করো :

২। মোম্বাসা থেকে রেলপথ কোথায় গিয়েছে?

উ ঃ

৩। শংকরদের থাকার তাঁবুগুলি কীভাবে সাজানো?

উ ঃ

৪। 'বিনা বন্দুকে এখানে এক পা-ও যেও না' — কার উক্তি?

উ ঃ

৫। ইউগান্ডা কীসের দেশ?

উ ঃ

৬। 'কেনিয়া মর্নিং নিউজ' খবরের কাগজটি কতদিনের পুরানো ছিল?

উ ঃ

৭। শংকরের সঙ্গে কার বন্ধুত্ব হয়েছিল?

উ ঃ

৮। তিরুমল কখন ছুটি নিয়ে দেশে যাবে?

উ ঃ

৯। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগরটির নাম কী?

উ ঃ

১০। আফ্রিকার অরণ্য কী জাতীয়?

উ ঃ

১১। রাত্রিরে পাখির ডাক কেমন ছিল?

উ ঃ

১২। আফ্রিকা প্রথম বলি হিসেবে কাকে গ্রহণ করল?

উ ঃ

১৩। কোন্ দেশকে 'রহস্যময় মহাদেশ' বলা হয়েছে?

উ ঃ

১৪। শংকর কীভাবে অশ্বতরের যন্ত্রণার অবসান ঘটালো?

উ ঃ

১৫। ধূসর বর্ণের কোন্ জানোয়ারটা পলাতক?

উ ঃ

১৬। 'সিংহ নিশ্চয় জখম হয়েছে' — কার উক্তি?

উ ঃ

১৭। কে স্টেশন মাস্টারের কাজ পেয়েছে?

উ ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ **মান -৫**

১। 'আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেছে'

ক) কার লেখা, কোন্ রচনার অন্তর্গত?

খ) কার প্রথম বলি হয়েছে?

গ) আফ্রিকা কীভাবে প্রথম বলি গ্রহণ করেছে আলোচনা করো। (১+১+৩ = ৫)

উ ঃ ক) কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের অন্তর্গত 'সিংহের দেশ' গদ্যাংশ থেকে গৃহীত।

খ) মাদ্রাজি তরুণ হিন্দু যুবক তিরুমল আপ্পার প্রথম সিংহের হাতে বলি হয়েছে।

গ) এক সন্ধ্যায় তাঁবুর কাছে আগুন জ্বালিয়ে সবাই গল্প করছিল। সেখানে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তিরুমল তার মা-বাবা ছোট

বোনের কথা শংকরের কাছে বলছে। রাত বাড়ায় একসময় শংকরের মনে হল তার চোখের অলক্ষ্যে হয়তো তিরুমল তাঁবুতে চলে যায়। তখনও শংকর আফ্রিকার রহস্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মগ্ন ও তন্দ্রাচ্ছন্ন। হঠাৎ এক তীব্র সিংহের গর্জনে সবাই জেগে ওঠে। অনেক খোঁজাখুঁজিতে জানা গেল যে এক মানুষ খেঁকো সিংহ যেখানে শুয়েছিল তিরুমল সেখান থেকে লম্বা ঘাসে ভরা দূরবর্তী মাঠে তাকে টেনে নিয়ে যায়। তার পোশাকের কিছু অংশ বাওবাব গাছের কাছে পাওয়া গেলেও তার দেহের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এভাবেই আফ্রিকা প্রথম বলি হিসেবে হিন্দু যুবক তিরুমলকে গ্রহণ করেছে।

নিজে করো ঃ

২। 'সিংহের দেশ' রচনাংশে শংকর চরিত্রের যে নানা দিক ধরা পড়েছে তার পরিচয় দাও। (৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'এসব অঞ্চল নিরাপদ নয়'

ক) কার লেখা, কোন্ গদ্যাংশের অন্তর্গত?

খ) কে, কাকে এ কথা বলেছেন?

গ) উল্লিখিত অঞ্চলটির পরিচয় দাও। (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে — কিন্তু আফ্রিকা ভয়ংকর'

ক) কার মনে কখন এই ভাবের উদয় হয়েছিল?

খ) আফ্রিকা সম্বন্ধে বক্তার এরূপ ধারণার কারণ ব্যাখ্যা করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে' —

ক) বক্তা কে?

খ) এখানে কার দেহ, কীভাবে নিয়ে গেছে সে সম্পর্কে লেখো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। 'এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলে'

ক) কে, কার যন্ত্রণার অবসান করলো?

খ) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যন্ত্রণার কারণ লেখো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

দেবতামুড়া ও ডম্বুর

লেখক- সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

লেখক পরিচিতি— (১৮৬০-১৯৩৫)

ত্রিপুরার একজন সুলেখক ছিলেন মহারাজ সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। তিনি ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য এবং মাতা ছিলেন ভানুমতী দেবী। মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্যের অনুজ ছিলেন। ত্রিপুরাবাসীর কাছে তিনি 'বড়ঠাকুর' নামে পরিচিত। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তিনি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে, চিত্রাঙ্কনে এবং আলোকচিত্র শিল্পে বিশেষ দক্ষতার সাক্ষর রাখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল— 'ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস', 'ত্রিপুরার স্মৃতি', 'আগ্রার চিঠি' প্রভৃতি। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেন।

উৎসগ্রন্থ—

'দেবতামুড়া ও ডম্বুর' প্রবন্ধটি লেখকের 'ত্রিপুরা স্মৃতি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

মূল বিষয় বস্তু ঃ

লেখক সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা 'দেবতামুড়া ও ডম্বুর' রচনাটি পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ দেবতামুড়া এবং ডম্বুর জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করে রচিত। ত্রিপুরার প্রাচীন দুটি রাজধানী উদয়পুর ও অমরপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বড়মুড়ার পর্বতগাত্রে পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তি খোদিত থাকায় এই অঞ্চলটি 'দেবতামুড়া' নামে খ্যাত। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই স্থানটি দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। অনুমান করা হয় কোনো হিন্দু রাজা হিন্দুধর্ম প্রচারে উদ্দেশ্যে দেবদেবীর মূর্তিগুলো নির্মাণ করেছিলেন।

দেবতামুড়া পর্বতের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দূরে ত্রিপুরার বিখ্যাত জলপ্রপাত ডম্বুর অবস্থিত। 'রাইমা' ও 'সাইমা' নামে দুটি পার্বত্য নদীর মিলনে এই ঝরনা ধারার সৃষ্টি। অশিক্ষিত উপজাতি সম্প্রদায়ের মগ, চাকমা, রিয়াং জাতীয় লোকেরা গোমতী নদীর উৎসস্থল এই ডম্বুর জলপ্রপাতটিকে দেবতা বলে মনে করে এবং ছাগল, মহিষ ইত্যাদি বলি দিয়ে এর পুজো করে। অতীতে এখানে একটি দুর্গ ছিল বলে অনুমিত হলেও বর্তমানে তা নিশ্চিহ্ন। তবে এই স্থান থেকে উদয়পুরে যাতায়াতের চিহ্ন আজও বর্তমান। জনসাধারণ এই পথকে 'ডম্বুরের জাঙাল' বলে।

এভাবে লেখক ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবন চর্যা এই রচনায় সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন।

শব্দার্থ ঃ

সমসূত্রে—একসঙ্গে। সমীপবর্তী— কাছে।

ক্ষীণকায়া—দুর্বল দেহবিশিষ্ট। নৃপাল—রাজা।

প্রচ্ছাদিত—ঢাকা। দুষ্কর—কঠিন।

তৎসমুদয়—সেই সমস্ত। তজ্জন্য— তার কারণে।

অত্রস্থ—এখানে। তিরোহিত—লুপ্ত।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো : মান-১

ভাস্কর- ভা:+ কর

দুষ্কর—

নিশ্চয়—

অঞ্চল—

সম্পূর্ণ—

উল্লিখিত—

তন্মধ্যে—

দুরূহ—

নির্ঝর—

অদ্যাপি–

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো: মান-১

১। জনসাধারণ ইহাকে ডম্বুরের জাঙ্গাল নামে অভিহিত করে। (জটিল বাক্য)

উত্তর— যাহারা ইহাকে ডম্বুরের জাঙ্গাল নামে অভিহিত করিয়া থাকে, তাহারা জনসাধারণ।

২। এই বারিধারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটি সুবিখ্যাত জলপ্রপাত বলিয়া পরিগণিত। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর—

৩। ইহা বলা দুষ্কর। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর —

৪। অধুনা তাহার কোনো চিহ্নও বর্তমান নাই। (প্রশ্নবোধক বাক্য)

উত্তর—

৫। এই স্থান দেবতামুড়া নামে অভিহিত হয়। (জটিল বাক্য)

উত্তর—

৬। পর্বতগাত্রে একটি মহিষমর্দিনী দুর্গার প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। (জটিল বাক্য)

উত্তর—

৭। ইহাই ডম্বুর নামে প্রসিদ্ধ, গোমতী নদীর উৎপত্তিস্থান। (জটিল বাক্য)

উত্তর—

৮। অশিক্ষিত পার্বত্য জাতীয় লোকেরা উক্ত ঝরনাকে দেবতা বিশেষ মনে করে। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর—

৯। অধুনা ত্রিপুরা দেশের কোনো স্থানেই ভাস্করশিল্পী বর্তমান নাই। (অস্ত্যর্থক বাক্য)

উত্তর—

১০। ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। (সদর্থক বাক্য)

উত্তর—

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : **মান-১**

১। 'দেবতামুড়া ও ডম্বুর' গদ্যাংশটির লেখক হলেন—

ক) সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা খ) অপরাজিতা রায়

গ) বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ঘ) বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী

উত্তর— সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

২। ত্রিপুরার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত নদীটি হল—

ক) হাওড়া নদী খ) গোমতী নদী গ) খোয়াই নদী ঘ) মনুনদী

উত্তর —

৩। বড়মুড়া নামে ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ গিরিশ্রেণি অবস্থিত—

ক) উত্তর দিকে খ) দক্ষিণ দিকে গ) পূর্ব দিকে ঘ) পশ্চিম দিকে

উত্তর —

৪। চন্দ্র বংশীয় হিন্দু নৃপাতির নাম হলো—

ক) ত্রিলোচন খ) যুঝারফা গ) ধন্য মানিক্য ঘ) রত্ন ফা

উত্তর—

৫। মগ অধিপতিরা যে ধর্মাবলম্বী ছিলেন—

ক) হিন্দু ধর্মাবলম্বী খ) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী

গ) জৈন ধর্মাবলম্বী ঘ) শিখ ধর্মাবলম্বী

উত্তর —

৬। অধুনা ত্রিপুরার কোনো স্থানেই বর্তমান নেই—

ক) চিত্র শিল্পী খ) নৃত্য শিল্পী গ) সংগীত শিল্পী ঘ) ভাস্কর শিল্পী।

উত্তর —

৭। রাইমা ও সাইমা নামে দুটি পার্বত্য নদীর মিলিত নির্ঝরকে বলে —

ক) নীরমহল খ) ডম্বুর গ) দেবতামুড়া ঘ) বড়মুড়া

উত্তর —

৮) গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের নাম হলো—

ক) ডম্বুর খ) জাঙ্গাল গ) রাইমা ঘ) সাইমা

উত্তর —

৯। পার্বত্য জাতীয় লোকেরা ঝরনাকে মনে করে—

ক) দেবী বিশেষ খ) দেবতা বিশেষ গ)মাতৃদেবী ঘ) গড়িয়া দেবতা

উত্তর—

১০। অতীতে পর্বত শিখরে অবস্থিত ছিল—

ক) রাজবাড়ি খ) দুর্গ গ) মন্দির ঘ) টংঘর

উত্তর —

১১। দেবতামুড়া পর্বত থেকে ডম্বুরের দূরত্ব —

ক) ১৫ মাইল খ) ২৫ মাইল গ) ৩৫ মাইল ঘ) ৪৫ মাইল।

উত্তর —

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও : মান-১

১। ‘দেবতামুড়া ও ডম্বুর’ গদ্যাংশের মূলগ্রন্থের নাম কী?

উত্তর — সুসাহিত্যিক সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার রচিত ‘ দেবতামুড়া ও ডম্বুর’ গদ্যাংশের মূলগ্রন্থের নাম ‘ত্রিপুরার স্মৃতি’।

২। বড়মুড়া কোথায় অবস্থিত?

উত্তর —

৩। ওম্পিছড়া কোন্ নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে?

উত্তর —

৪। ত্রিপুরা রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ দুটি প্রাচীন রাজধানীর নাম লেখো।

উত্তর —

৫। দেবমূর্তি খোদিত অঞ্চলটির নাম কী?

উত্তর —

৬। গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থান কোথায়?

উত্তর —

৭। পার্বত্য জাতীয় লোকেরা কী কী প্রাণী বলি দিয়ে জলপ্রপাতের পুজো করে?

উত্তর —

৮। 'অধুনা তাহার কোনো চিহ্নও বর্তমান নাই'— কীসের চিহ্ন আজ নেই?

উত্তর —

৯। 'ডম্বুরে জাঙাল' কী?

উত্তর —

১০। প্রাচীন জনপদে কোন্ কোন্ পার্বত্য লোক বাস করতো?

উত্তর —

১২। বড়মুড়া পর্বতটি কত মাইল দীর্ঘ?

উত্তর —

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : মান-৫

১। '... উক্ত ঝরনাকে দেবতা বিশেষ মনে করে।'

ক) কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ?

খ) 'উক্ত ঝরনা' বলতে কোন্ ঝরনাকে বোঝানো হয়েছে?

গ) কারা, কীভাবে দেবতার পুজো করে? (১+২+২=৫)

উত্তর — ক. ত্রিপুরার সুসাহিত্যিক সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা রচিত 'দেবতামুড়া ও ডম্বুর' গদ্যাংশের অন্তর্গত।

খ) 'উক্ত ঝরনা' বলতে রাইমা ও সাইমা নামে দুটি পার্বত্য নদীর মিলিত জলধারায় সৃষ্ট 'ডম্বুর' জলপ্রপাতের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

গ. এই অঞ্চলে বসবাসকারী মগ, চাকমা, রিয়াং প্রভৃতি জনজাতির মানুষেরা এই ঝরনাকে দেবতারূপে পুজো করে এবং তারা প্রায়ই এই স্থানে এসে ছাগল, মহিষ প্রভৃতি বলি দিয়ে ডম্বুর জলপ্রপাতের পুজো করে থাকে।

নিজে করো ঃ

২। 'কতিপয় দেবমূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়"

ক) কার লেখা, কোন্ রচনার অন্তর্গত?

খ) দেবতামূর্তিগুলি কোথায় দেখা যায়?

গ) এগুলি সম্পর্কে লেখকের অভিমত ব্যক্ত করো। (১+১+৩=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় না'

ক) বক্তা কে?

খ) কোন্ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায় না?

গ) জ্ঞাত না হওয়ার কারণ কী? (১+২+২=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'ইহাই ডম্বুর নামে প্রসিদ্ধ' —

ক) 'ডম্বুর' কী?

খ) এর উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে?

গ) ডম্বুর সম্বন্ধে যা জানো আলোচনা করো। (১+২+২=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'এই স্থান দেবতামুড়া নামে অভিহিত হয়'—

ক) কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ?

খ) কোন্ স্থানকে দেবতামুড়া বলে?

গ) এই স্থানকে এই নামে অভিহিত করার কারণ কী? (১+২+২=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

৬। 'হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন' —

ক) উদ্ধৃতাংশের উৎস লেখো।

খ) কে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন?

গ) রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা করো। (১+১+৩=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। 'অধুনা ত্রিপুরা দেশের কোনো স্থানেই ভাস্করশিল্পী বর্তমান নাই' —

ক) কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ?

খ) 'ভাস্কর শিল্পী' কথার অর্থ কী?

গ) ত্রিপুরা রাজ্যে ভাস্কর শিল্পী না থাকার কারণ কী? (১+২+২=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৮। 'অধুনা তাহার কোনো চিহ্নও বর্তমান নাই'।

ক) উৎস লেখো।

খ) কীসের চিহ্ন আজ নেই?

গ) চিহ্ন না থাকার কারণ কী? (১+২+২=৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

বেড়া

লেখক -- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি ঃ (১৯০৮-১৯৫৬)

বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রকৃত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯মে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা নীরদা সুন্দরী দেবী। মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মূল বিষয়বস্তু। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল — 'পুতুল নাচের ইতিহাস', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রভৃতি। ছোটগল্প 'অতসীমামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৩ ডিসেম্বর বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে।

উৎস গ্রন্থ ঃ

'বেড়া' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' নামক গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত।

সার সংক্ষেপ ঃ

সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেড়া' গল্পের মধ্য দিয়ে মূলত একটি পারিবারিক সমস্যা ও তাকে কেন্দ্র করে মানবিক সম্পর্কের অবনতি, আবেগ, অনুভূতি, নীচতা, ক্রুরতা, প্রেম ও ভালোবাসার এক অসাধারণ ছবি তুলে ধরেছেন। পিতা অনন্ত হাতির মৃত্যুর পর তার দু'ছেলে গোবর্ধন ও জনার্দন পৈর্তৃক সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দুই পরিবারের মানসিক টানাপোড়েন শুরু হয়। বাড়ির মাঝখানে চাঁচের বেড়ার প্রতীকী অবস্থানের মধ্য দিয়ে। পরস্পরের সম্পর্কের অবনতি, বিচ্ছেদ বিবাদ, কোলাহলের সাক্ষী স্বরূপ বেড়াটি দীর্ঘ সাত বছর ধরে দুই পরিবারের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ঘটনাক্রমে দুই অভাবী পরিবারই অর্থের প্রয়োজনে পুলপারের জমি বেচাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং ধীরে ধীরে সম্পর্কের ফাটলের মেরামত হতে থাকে। রানিবালার ছেলে ফেলনার মৃত্যু দুই পরিবারকে আবার এক করে দেয়। একে অপরের দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় তার প্রকাশ। ধীরে ধীরে দুই পরিবারের মধ্যে বিভেদ ঘুচে যাওয়ার পাশাপাশি প্রতীকী বেড়াটিও বিলুপ্ত হতে দেরি হয়নি।

শব্দার্থ ঃ

চাঁচের - দরমা। সালিশ - মধ্যস্থকারী ব্যক্তি। চুল চেরা - অতি সূক্ষ্ম । অহরহ - প্রতিদিন। দুর্ভিক্ষ - আকাল। গোসা - রাগ। বাঁধা - বন্ধক।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ **মান - ১**

ব্যবস্থা - বি + অবস্থা

উপায় -

ষষ্ঠী -

উচ্চ -

হিংসা -

দুর্যোধন -

সমালোচনা -

নৈর্ব্যক্তিক -

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ মান - ১

১। বাড়ির ঠিক মাঝখানে উঁচু চাঁচের বেড়া। (জটিল বাক্য)
উত্তর ঃ বাড়ির যেখানে মাঝখান ঠিক সেখানে উঁচু চাঁচের বেড়া।
২। তখন বাড়িতে ঢুকবার পথ ছিল একটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। (যৌগিক বাক্য)
উ ঃ
৩। তার আপত্তি সংগত। (নঞর্থক বাক্য)
উ ঃ
৪। মাছ দেখে খুশি হয়ে হাসি ফুটল সবার মুখে। (জটিল বাক্য)
উ ঃ
৫। বিড়াল মারার সময় গোবর্ধন উপস্থিত ছিল না। (হ্যাঁ বোধক বাক্য)
উ ঃ
৬। তবে কুকুর বেড়ালের রেহাই নেই। (প্রশ্নবোধক বাক্য)
উ ঃ
৭। দু'জনে চলতে থাকে একরকম নির্বাক হয়ে। (যৌগিক বাক্য)
উ ঃ
৭। বেড়াটা ভেঙে জ্বালান হতে লাগল দু-পারেরই উনানে। (জটিল বাক্য)
উ ঃ

উক্তি পরিবর্তন করো ঃ মান - ১

১। গোবর্ধন বলে, 'কখন রওনা হবে, জনা?'
উত্তর ঃ গোবর্ধন জনা বলে সম্বোধন করে জানতে চায় যে, সে কখন রওনা হবে।
২। চন্দ্রকান্ত বলে, 'ঝগড়াঝাটি কোরো না খবরদার, ক-দিন মুখ বুজে থাকো'।
উ ঃ
৩। একটু থেমে জনার্দন যোগ দেয়, 'ফেলনার জ্বর বেড়েছে'।
উ ঃ
৪। এপাশ থেকে হাঁক ওঠে, 'কানাই'।
উ ঃ
৫। জনার্দন তাকেই ধমক দিয়ে বলল, 'আ: চুপ করো বাছা। বাড়াবাড়ি করো না'।
উ ঃ

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ **মান –১**

১। 'বেড়া' গল্পের গল্পকার হলেন —

ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উ ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২। উঁচু চাঁচের বেড়ার অবস্থান ছিল বাড়ির —

ক) ঠিক ডানদিকে খ) ঠিক মাঝখানে

গ) ঠিক বাঁদিকে ঘ) ঠিক পেছনে

উ ঃ

৩। পরিবালার চোখে কাঞ্জি ঢুকিয়ে দিয়েছিল —

ক) জনার্দনের মেয়ে খ) গোবর্ধনের মেয়ে

গ) অনন্ত হাতির মেয়ে ঘ) প্রাণধন চক্রবর্তীর মেয়ে

উ ঃ

৪। দু'পাশের হাঁড়ি প্রায় শূন্য থাকছে যখন —

ক) দুর্ভিক্ষের দিনে খ) অনুষ্ঠানের দিনে

গ) শোকের দিনে ঘ) উৎসবের দিনে

উ ঃ

৫। জনার্দনের ছেলের নাম হলো —

ক) সূর্যকুমার খ) চন্দ্রকুমার

গ) সূর্যকান্ত ঘ) চন্দ্রকান্ত

উ ঃ

৬। গোবর্ধনের ছেলের নাম হলো —

ক) সূর্যকান্ত খ) চন্দ্রকান্ত

গ) সূর্যকুমার ঘ) চন্দ্রকুমার

উ ঃ

৭। গোবর্ধন আধসেরি ওজনের যে মাছ এনেছিল —

ক) কাতলা খ) রুই

গ) মৃগেল ঘ) কালবাউস

উ ঃ

৮। মরা বিড়ালটাকে যিনি কুড়িয়ে নিয়ে গেলেন —

ক) রাম বসাক　　খ) শ্যাম বসাক
গ) চন্ডী বসাক　　ঘ) কৃষ্ণ বসাক

উ ঃ

৯। রানিবালার ছেলের নাম হলো —

ক) খেলনা　　খ) ফেলনা
গ) গুলতি　　ঘ) গাবলু

উ ঃ

১০। সাত বছরে জনার্দনের অংশে মড়া-কান্না উঠেছে —

ক) একবার　　খ) তিনবার
গ) পাঁচবার　　ঘ) সাতবার

উ ঃ

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ　　মান -১

১। 'বেড়া' গল্পটি কোন্ মূলগ্রন্থের অন্তর্গত?

উ ঃ 'বেড়া' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' গ্রন্থের অন্তর্গত।

২। সালিশিদের মধ্যে প্রধান বক্তা কে ছিলেন?

উ ঃ

৩। পাঁচুর মা কে?

উ ঃ

৪। সূর্যকান্তের বউ এর নাম কী?

উ ঃ

৫। বেড়ালের শোকে কে কাঁদতে থাকে?

উ ঃ

৬। 'না বেচলে হয় না জমিটা' — বক্তা কে?

উ ঃ

৭। অনন্ত হাতির দু'ছেলের নাম কী?

উ ঃ

৮। গোবর্ধনকে কে ডাক দিয়ে নিয়ে যায়?

উ ঃ

৯। কী শোনার পর সূর্যের মা বেড়ার ওপারে গেল?

উ ঃ

১০। উঠানের মাঝখানের বেড়াটি কখন পচে পড়ে গেল?

উ ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ **মান -৫**

১। 'হত্যাকান্ডের খবরটা রানিবালা পেল পাঁচুর মার কাছে।'

ক) কার লেখা, কোন্ রচনার অন্তর্গত?

খ) রানিবালা কে?

গ) কে, কোন্ পরিস্থিতিতে কাকে হত্যা করেছিল? (১+১+৩ = ৫)

উ ঃ ক) সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেড়া' গল্পের অন্তর্গত।

খ) জনার্দনের ছেলে চন্দ্রকুমারের স্ত্রী হল রানিবালা।

গ) একদিন গোবর্ধন বাড়িতে আধসেরি একটা রুইমাছ নিয়ে আসে। সূর্যকান্তের স্ত্রী লক্ষ্মীরানি আঁশবাটি দিয়ে সেই মাছ ভালো করে কেটে রাখে। সেই সময় রানিবালার পোষা বেড়ালটি একটি মাছের টুকরো মুখে তুলে নেয়। তাই দেখে সূর্যকান্ত মাছ কাটার বঁটি দিয়ে বেড়ালের গায়ে এক কোপ বসিয়ে দেয়। বেড়ালটির মুখ থেকে মাছটি খসে পড়ে এবং নিঃশব্দে মারা যায়। এখানে এই হত্যাকান্ডের ঘটনার কথাই পাঁচুর মা রানিবালাকে বলেছে।

নিজে করো ঃ

২। 'বাড়িটিকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে বেড়া'—

ক) কার লেখা, কোন্ গল্পের অংশ?

খ) কাদের মধ্যে কীভাবে বাড়ি ভাগ করা হয়েছে?

গ) ভাগাভাগি নিয়ে কী গোল বেঁধেছিল? (১+২+২ = ৫)

উ ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'বেড়া' গল্পে বেড়াটিকে মাঝখানে রেখে দুই পরিবারের মধ্যে যে ঝগড়াঝাটি হতো তা বর্ণনা করো। ৫

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'মানুষ তাহলে দেবতা হয়ে যেত'

ক) কোন্ রচনার অন্তর্গত?

খ) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কথাটির অর্থ পরিস্ফুট করো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'দরটা সুবিধা হল না'

ক) কীসের দরের কথা বলা হয়েছে?

খ) কাদের কাছে কেন সুবিধাজনক মনে হয়নি? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। 'সাত বছরের শত্রুতা স্বার্থের খাতিরে একদিনে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল।'

ক) কাদের মধ্যে শত্রুতা ছিল?

খ) কীভাবে শত্রুতার অবসান হলো? (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। 'এমনি দুর্যোধনী জেদি হিংসার চুলচেরা ভাগাভাগির প্রতীক হয়ে ভাগের বেড়াটি দাঁড়িয়ে আছে সাত বছর।'

ক) কোন্ গল্পের অন্তর্গত?

খ) 'দুর্যোধনী জেদি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ) সাত বছর ধরে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল? (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

‘সুভা

লেখক — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি ঃ (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির চিরন্তন গর্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দে, ২৫শে বৈশাখ)। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষালাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত এবং অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা ‘হিন্দুমেলার উপহার’। বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর দান বিস্ময়কর ও অপরিমেয়। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, পত্রসাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাহিত্যরাশি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি — ‘প্রভাত সংগীত’, ‘সন্ধ্যা সংগীত’, ‘কড়ি ও কোমল’, ‘মানসী’, ‘সোনারতরী’, ‘চিত্রা’, ‘চৈতালি’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতালি’, ‘গীতিমাল্য’, ‘বলাকা’, ‘মহুয়া’, ‘খেয়া’, ‘পূরবী’, ‘প্রান্তিক’, ‘নৈবেদ্য’, ‘আরোগ্য’ প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ ‘Song Offerings’ এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন যা বিশ্বভারতীরূপে তাঁর গঠনমূলক কর্ম প্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ‘জাতীয় সংগীত’ এর রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, ‘কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই’। এই প্রকৃতিপ্রেমী কবির প্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ২২ শে শ্রাবণ)।

উৎসগ্রন্থ ঃ

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গল্পগুচ্ছ’ গ্রন্থ থেকে ‘সুভা’ গল্পটি গৃহীত। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে ‘সাধনা’ পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়।

সার সংক্ষেপ ঃ

ছোটো গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সুভা’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভাষিণী বা সংক্ষেপে সুভা। চন্ডীপুর গ্রামের সচ্ছল পরিবার বাণীকণ্ঠের ছোটো মেয়ে সুভা জন্ম থেকেই বোবা। এই কারণে মা সুভাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে করেন। বড়ো দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও অবিবাহিত সুভা পিতামাতার হৃদয়ভার। বন্ধুহীন সুভার মূক প্রকৃতিই একমাত্র বন্ধু। আর পালিত দুটি গাভী, ছাগল ও বেড়াল ছানার সঙ্গে তার গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। প্রকৃত বন্ধু হিসেবে এদের সঙ্গে তার মনের ভাব আদান প্রদান হতো। এই ভাষাময় পৃথিবীর একমাত্র বন্ধু ছিল অকর্মণ্য গোঁসাইদের ছোটো ছেলে প্রতাপ। সুভা তার প্রতিদিনের মাছ ধরার সঙ্গী ছিল। সামাজিক অপবাদের ভয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা সুদূর কোলকাতার এক পাত্রের সঙ্গে সততা গোপন করে সুভার বিয়ে স্থির করে। বিয়ের অল্প দিন পরে সবাই জেনে যায় সুভা কথা বলতে পারে না। তাই সুভা চিরতরে স্বামীর সংসার থেকে নির্বাসিত হয়। তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করায় গভীর দুঃখ নেমে আসে তার জীবনে। এভাবে এক মূক বালিকার হৃদয়ের অব্যক্ত ক্রন্দনের মধ্যে নারী-জীবনের সামাজিক অভিশাপের মর্মান্তিক রূপটি ফুটে উঠেছে।

শব্দার্থ লেখো ঃ

জাগরুক - জেগে থাকা অবস্থায়। বিজন - নির্জন। নিরলসা - আসল্যহীন। স্রোতস্বিনী - নদী। তন্বী - কৃশকায়। বখারি - বাঁশের সরুফালি। মর্মর - শুকনো পাতার শব্দ। সুক্তি - ঝিনুক। শশব্যস্ত - অত্যন্ত ব্যস্ত। অব্যক্ত - অস্ফুট।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ **মান - ১**

বিচ্ছেদ - বি + ছেদ নির্বাক -

স্বচ্ছ - কিন্তু -

সংগীত - আশ্চর্য -

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ বড়ো যে দুটি মেয়ে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেছে।

২। যে কথা কয় না সে অনুভব করে। (সরল বাক্য)

উত্তর ঃ

৩। গ্রামের নাম চন্ডীপুর। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

৪। লোকটা নিতান্ত অকর্মণ্য। (নঞর্থক বাক্য)

উত্তর ঃ

৫। বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

৬। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। (প্রশ্নবোধক বাক্য)

উত্তর ঃ

৭। পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। (যৌগিক বাক্য)

উত্তর ঃ

৮। ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল। (জটিল বাক্য)

উত্তর ঃ

উক্তি পরিবর্তন করো ঃ **মান - ১**

১। পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'মন্দ নহে'।

উত্তর ঃ পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন যে, মন্দ নহে।

২। প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, 'তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।'

উ ঃ

৩। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'চলো, কলিকাতায় চলো'।

উ ঃ

৪। প্রতাপ হাসিয়া কহিল 'কী রে, সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে। তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস?

উ ঃ

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ **মান —১**

১। 'সুভা' গল্পটির লেখকের নাম হল —

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। সকলে তাকে সংক্ষেপে যে নামে ডাকে —

ক) সুমি খ) সুভা
গ) সুহা ঘ) সুকী

উ ঃ

৩। সুভার পিতার নাম —

ক) বানীময় খ) বিনয়
গ) বাণীকণ্ঠ ঘ) বাণীধর

উ ঃ

৪। সুভার গ্রামের নাম —

ক) চন্ডীনগর খ) চন্ডীপুর
গ) চন্ডীগড় ঘ) চন্ডীপাড়া

উ ঃ

৫। সর্বশী ও পাঞ্জুলি নামে সুভার ছিল দুটো —

ক) বেড়াল খ) কুকুর

গ) ছাগল ঘ) গাভী

উ ঃ

৬। গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটির নাম হলো —

ক) প্রতাপ খ) প্রদীপ
গ) প্রীয়ম ঘ) প্রীতম

উ ঃ

৭। প্রতাপের প্রধান শখ হল —

ক) আরাম করা খ) কথা বলা
গ) মাছ ধরা ঘ) খেলা করা

উ ঃ

৮। প্রতাপ সুভাকে আদর করে ডাকত —

ক) সুভা খ) সুভি
গ) সুভীষিণী ঘ) সু

উ ঃ

৯। সুভার বর কাজ করে —

ক) পূর্বে খ) পশ্চিমে
গ) উত্তরে ঘ) দক্ষিণে

উ ঃ

১০। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল যে নববধূ —

ক) কানা খ) খোঁড়া
গ) বোবা ঘ) কালা

উ ঃ

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ **মান -১**

১। 'সুভা' গল্পটির উৎসগ্রন্থের নাম কী

উ ঃ সুভা গল্পটির উৎসগ্রন্থের নাম হলো 'গল্পগুচ্ছ'।

২। সুভার বড়ো দুই বোনের নাম লেখো।

উ ঃ

৩। পিতামাতার মনে কে সর্বগা জাগরুক ছিল?

উ ঃ

৪। কার ঘর একেবারে নদীর উপরেই ছিল?

উ ঃ

৫। কে সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দিতো?

উ ঃ

৬। সুভা দুই বাহু দ্বারা কার গ্রীবা বেস্টন করতো?

উ ঃ

৭। কে সুভার গরম কোলটিতে সুখনিদ্রার আয়োজন করতো?

উ ঃ

৮। 'লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য' — লোকটি কে?

উ ঃ

৯। সুভা নিজের হাতে সাজিয়ে প্রতাপকে কী দিতো?

উ ঃ

১০। কী দেখে পরীক্ষক বুঝলেন সুভার হৃদয় আছে?

উ ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ **মান -৫**

১। 'বিদেশ যাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল'—

ক) কার লেখা, কোন্ গল্পের অন্তর্গত?

খ) কারা বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে?

গ) কেন তারা বিদেশে যাবে? (১+১+৩ = ৫)

উ ঃ ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'গল্পগুচ্ছ' এর অন্তর্গত 'সুভা' গল্পের অংশ বিশেষ।

খ) সুভার পিতামাতা সুভাকে নিয়ে বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

গ) কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কারণ সুভার বিয়ের বয়স হয়েছে। কিন্তু সুভা বোবা বলে তার জন্য পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। সময় মতো মেয়ের বিয়ে না হলে তারা একঘরে হয়ে যাবে। এই নিয়ে গ্রামে লোকনিন্দা শুরু হয়ে গেছে। তাই সুভার পিতার বাণীকণ্ঠ কলকাতার এক পাত্রের সঙ্গে সুভার বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। এই কারণে তাদের বিদেশ অর্থাৎ কলকাতা যাত্রার উদ্যোগ শুরু হয়।

নিজে করো ঃ

২। 'পিতামাতার মনে সে সর্বদা জাগরুক ছিল'

ক) 'সে' কে?

খ) পিতামাতার মনে তার জাগরুক থাকার কারণ কী? (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। 'সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন'

ক) কার লেখা, কোন্ গল্পের অংশ?

খ) 'সে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

গ) লেখকের এরূপ মন্তব্যের কারণ কী? (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। 'মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।'

ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ) 'তাহাকে' বলতে এখানে কাকে বুঝিয়েছেন?

গ) প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে কারণ উল্লেখ করো। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। সুভার সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর বন্ধুত্ব কেমন ছিল তা আলোচনা করো। ৫

৬। 'লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য' —

ক) কার সম্বন্ধে এই উক্তি?

খ) 'সুভা' গল্পটি অবলম্বনে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করো। (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৭। 'পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, মন্দ নহে।'

ক) পরীক্ষক কে?

খ) কাকে, কোথায় নিরীক্ষণ করলেন?

গ) 'মন্দ নহে' কথাটির মাধ্যমে পরীক্ষক কী বোঝাতে চেয়েছেন? (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৮। 'এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।'

ক) কোন্ গল্পের অংশ?

খ) কার স্বামীর কথা বলা হয়েছে?

গ) প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

৯। 'অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ শুনিতে পাইল না।'

ক) উৎস গ্রন্থের নাম কী?

খ) অন্তর্যামী কার কী শুনতে পেয়েছেন?

গ) আর কেউ কেন শুনতে পায়নি? (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

১০। 'সুভা' গল্প অবলম্বনে সুভা চরিত্রের পরিচয় দাও। ৫

উঃ .....

.....

.....

.....

.....

সাধারণ ব্যাকরণ

(ক) উদাহরণ দাও ঃ- **মান-১**

- মৌলিক শব্দ = মা, জল
- প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ = বাজ + না = বাজনা,
  √কৃ + তব্য = কর্তব্য।
- রূঢ়/ রুঢ়ি শব্দ = মন্ড + প = মন্ডপ
- ধ্বন্যাত্মক শব্দ = কুলকুল।
- শব্দদ্বৈত = কাঁচা কাঁচা।
- অর্ধতৎসম শব্দ = তৃষ্ণা>তেষ্টা
- আগন্তুক শব্দ = আজব।
- বিদেশি শব্দ = কলেজ।
- মিশ্র শব্দ = রাজা বাদশা।
- তদ্ধিত প্রত্যয় = রাবণ + ষ্ণি = রাবণি।
- একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস = তুমি ও সে = তোমরা।
- কর্ম-তৎপুরুষ সমাস = দেশকে উদ্ধার = দেশোদ্ধার।
- অপাদান তৎপুরুষ সমাস = স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট = স্বর্গভ্রষ্ট।
- অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস = অগ্রে গণ্য = অগ্রগণ্য।
- সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস = পথের রাজা = রাজপথ।
- নঞ্-তৎপুরুষ সমাস = নয় ম্লান = অম্লান।
- মদ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস = সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।
- উপমিত কর্মধারয় = কথা অমৃতের তুল্য = কথামৃত।
- দ্বিগু সমাস = দুই নয়নের সমাহার = দু-নয়ন।
- সমানাধিকরণ বহুব্রীহি = নীলকণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ।
- নঞ্-বহুব্রীহি = বিগত হয়েছে শ্রদ্ধা যার = বীতশ্রদ্ধ।
- ব্যতিহার বহুব্রীহি = হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি।
  সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি = চতু:মুখ যার = চতুর্মুখ (ব্রহ্মা)
- সমীপ্য অর্থে = কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ।
- বীপ্সা অর্থে = দিনে দিনে = প্রতিদিন।
- সাদৃশ্য অর্থে = কথার সদৃশ = উপকথা।
- ক্ষুদ্রতা অর্থে = ক্ষুদ্র জাতি = উপজাতি।
- বিপরীত অর্থে = কূলের সম্মুখে = অনুকূল।
- অলোপ সমাস = মুখে ভাত = মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে।
- অলোপ উপপদ = মনে ধরা = মনে ধরে যা।

♦ সরল বাক্য = ক্ষুদিরাম বসু একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন।
♦ যৌগিক বাক্য = আমি বিদ্যালয়ে যাব এবং মন দিয়ে পড়বো।
♦ মিশ্র বাক্য = রাধিকার আছে বিত্ত আর মালবিকার আছে চিত্ত যা তাকে খ্যাতি এনে দিয়েছে।
♦ বিস্ময়কর বাক্য = উ: কী দারুণ দেখতে!
♦ সন্দেহবাচক বাক্য = মনে হয় আজ বৃষ্টি হতে পারে।
♦ অর্থের প্রসার = নগর → পাহাড়ের উপরিস্থিত জনস্থান (আদি অর্থ) → যে কোন শহর (পরিবর্তিত অর্থ)
♦ সাধিত শব্দ = পলান্ন, সনাতন।
♦ সমাস নিষ্পন্ন শব্দ = থেকে দেখা - রথদেখা।
♦ যৌগিক শব্দ = গৈ + অক - গায়ক।
♦ যোগরূঢ় শব্দ = জল + দ - জলদ।
♦ অনুকার শব্দ = লুচি-ফুচি।
♦ তৎসম শব্দ = চন্দ্র, কর্ণ।
♦ তদ্ভব শব্দ = কার্য (সং) > কার্য্য (প্রা) > কাজ (বাং)।
♦ দেশি শব্দ = কাতলা।
♦ প্রাদেশিক শব্দ = চাহিদা।
♦ কৃৎ প্রত্যয় = দা + তব্য = দাতব্য।
♦ দ্বন্দ্ব সমাস = পিতা ও মাতা = পিতামাতা।
♦ তৎপুরুষ সমাস = ঘরকে মোছা = ঘরমোছা।
♦ করণ তৎপুরুষ সমাস = বিধি দ্বারা বদ্ধ = বিদ্ধিবদ্ধ।
♦ সম্প্রদান তৎপুরুষ সমাস = দেবতাকে নিবেদিত
= দেবতানিবেদিত।
♦ নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস = শিশুদের জন্য সাহিত্য
= শিশুসাহিত্য।
♦ উপপদ তৎপুরুষ সমাস = মধু পান করে যে = মধুকর।
♦ কর্মধারয় সমাস = ভিক্ষা লব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন।
♦ উপমান কর্মধারয় = শঙ্খের ন্যায় ধবল = শঙ্খধবল।
♦ রূপক কর্মধারয় = আঁখি রূপ পাখি = আঁখিপাখি।
♦ বহুব্রীহি সমাস = শুভ মুখ যার = শুভমুখ।
♦ ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি = বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি।
♦ মদ্যপদলোপী বহুব্রীহি = দন্তের ন্যায় শুভ্র বীজ যার = দন্তবীজ।
♦ সহার্থক বহুব্রীহি = মন্ত্রের সহিত বর্তমান = সমন্ত্রক।
♦ অব্যয়ীভাব সমাস = কূলের সমীপে = উপকূল।
♦ অভাব অর্থে = মিলের অভাব = গরমিল।

♦ অনতিক্রম অর্থে = রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি।
♦ সীমা ও ব্যাপ্তি অর্থে = অন্ত পর্যন্ত = আদ্যন্ত।
♦ সম্মুখ অর্থে = কূলের সম্মুখে = অনুকূল।
♦ নিত্য সমাস = অন্যস্থান = স্থানান্তর
♦ অলোপ দ্বন্দ্ব = গায়ে মাথায় = গায়ে ও মাথায়।
♦ অলোপ তৎপুরুষ = ঘিয়ে ভাজা/ জামারকাপড়
♦ অলোপ বহুব্রীহি = হাতে খড়ি = হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে।
♦ জটিল বাক্য = যদি মন দিয়ে বই পড়ো তবে প্রথম হবে।
♦ প্রশ্নবোধক বাক্য = অর্থ কি অনর্থের মূল নয়?
♦ অনুজ্ঞাসূচক বাক্য = দরজাটা বন্ধ করো।
♦ প্রার্থনাসূচক বাক্য = তোমার মঙ্গল হোক।
♦ শর্তসাপেক্ষ বাক্য = যদি বৃষ্টি আসে, তবে আমি যাব না।
♦ অর্থের সংকোচ ... ঘাস ... খাদ্য (আদিঅর্থ) তৃণ (পরিবর্তিত অর্থ)
♦ অর্থের উন্নতি .. মার্জনা .. ঘষা-মাজা (আদি অর্থ) .. ক্ষমা (পরিবর্তিত অর্থ)
♦ অর্থের অবনতি ... অভিমান ... জ্ঞান (আদি অর্থ) ... অহংকার (পরিবর্তিত অর্থ)
♦ অর্থের রূপান্তর বা অর্থ সংশ্লেষ .. গবাক্ষ .... গরুর চোখ (আদি অর্থ) ... জানালা (পরিবর্তিত অর্থ)

☞ নিজে করো :- মান-১

১। সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় ... ——————————

২। অনুকার শব্দ ... ——————————

৩। বিদেশি তদ্ধির প্রত্যয় ...——————————

৪। অর্থের সংকোচ .... ——————————

৫। অর্থের অবনতি.... ——————————

৬। ফরাসি শব্দ .... ——————————

৭। পোর্তুগিজ শব্দ .... ——————————

৮। তামিল শব্দ ..... ——————————

৯। আগন্তুক শব্দ ..... ——————————

১০। বিদেশি শব্দ .... ——————————

নমুনা

(১) দ্বন্দ্ব সমাস

- একশেষ দ্বন্দ্ব - আমরা - আমি, তুমি ও সে।
- প্রায়-সমার্থক - হাট বাজার - হাট ও বাজার।
- বহুপদী দ্বন্দ্ব - চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা - চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারা।
- সমার্থক দ্বন্দ্ব - জপতপ - জপ ও তপ।
- বিপরীতার্থক - ধনীদরিদ্র - ধনী ও দরিদ্র।
- বিরোধার্থক - অহি-নকুল - অহি ও নকুল।

(২) দ্বিগু সমাস

- সমাহার দ্বিগু - দশমিক - দশ দিকের সমাহার।
- তদ্ধিতার্থক দ্বিগু - পাঁচকড়ি - পাঁচ কড়ি মূল্যের বিনিময়ে ক্রীত।

(৩) কর্মধারয় সমাস

- সাধারণ কর্মধারয় - মহর্ষি - মহান যে ঋষি।
- মধ্যপদ লোপী কর্মধারয় - সিংহাসন - সিংহ চিহ্নিত আসন।
- উপমান কর্মধারয় - শিশির বিমল - শিশিরের ন্যায় বিমল।
- উপমিত কর্মধারয় - কথামৃত- কথা অমৃতের মতো।
- রূপক কর্মধারয় - মনমাঝি - মন রূপ মাঝি।

(৪) তৎপুরুষ সমাস

- কর্ম তৎপুরুষ - রথ দেখা - রথকে দেখা।
- করণ তৎপুরুষ - মেঘাচ্ছন্ন - মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন।
- নিমিত্ত তৎপুরুষ - রান্নাঘর - রান্নার নিমিত্ত ঘর।
- অপাদান তৎপুরুষ - জন্মান্ধ - জন্ম হতে অন্ধ।
- নঞ তৎপুরুষ - অম্লান - নয় ম্লান।
- ব্যাপ্তি তৎপুরুষ - জীবনানন্দ - জীবন ব্যাপিয়া আনন্দ।
- ক্রিয়া বিশেষণ তৎপুরুষ - আধমরা - আধা রূপে মরা।

(৫) বহুব্রীহি সমাস

- সমানাধিকরণ বহুব্রীহি - নীলকণ্ঠ - নীলকণ্ঠ যার।
- ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি - বীণাপাণি - বীণা পাণিতে যার।
- সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি - দশানন - দশ আনন যার।
- ব্যতিহার বহুব্রীহি - লাঠালাঠি - লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ।
- সহার্থক বহুব্রীহি - সস্ত্রীক -স্ত্রীর সহিত বর্তমান।
- মদ্যপদলোপী বহুব্রীহি-মীনাক্ষী -মীনের (মাছের) ন্যায় অক্ষি যার।
- নঞ-বহুব্রীহি - বেঁহুশ - নেই হুঁশ যার।

(৬) অব্যয়ীভাব সমাস

- সমীপ্য অর্থে - উপকূল - কূলের সমীপে।
- অভাব অর্থে - গরমিল -মিলের অভাব।
- বীপ্সা অর্থে - প্রতিদিন - দিন দিন।
- সাদৃশ্য অর্থে - উপরাষ্ট্রপতি - রাষ্ট্রপতির সদৃশ।
- অনতিক্রম্য অর্থে - যথাশক্তি - শক্তিকে অতিক্রম না করে।
- ক্ষুদ্র অর্থে - উপগ্রহ - ক্ষুদ্র গ্রহ।
- সীমা ও ব্যাপ্তি অর্থে - আকণ্ঠ - কণ্ঠ পর্যন্ত।
- সম্মুখ অর্থে - প্রত্যক্ষ - অক্ষির সম্মুখে।
- বিপরীত অর্থে - প্রতিকূল - কূলের বিপরীত।
- পশ্চাৎ অর্থে - অনুগমন - গমনের পশ্চাৎ
- যোগ্য অর্থে - অনুরূপ - রূপের যোগ্য।

(৭) নিত্য সমাস

♦ ভাষান্তর - অন্য ভাষা। দেশান্তর — অন্যদেশ। যুগান্তর — অন্য যুগ।

ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করোঃ- (নিজে করো) **মান-১**

১। মনগড়া .....

২। রাজভোগ .....

৩। চিরসুখী .....

৪। দম্পতি .....

৫। মিশকালো .....

৬। ডাকমাশুল .....

৭। প্রতিবাদ .....

৮। পঞ্চবটী .....

৯। শিক্ষামন্ত্রী .....

১০। শহীদ দিবস .....

১১। কৃত্তিবাস .....

১২। বেতার .....

১৩। মতান্তর .....

১৪। উপনদী .....

১৫। ফি-সন .....

১৬। মুখে-ভাত .....

১৭। প্রশাখা .....

১৮। খনিজ .....

১৯। শোকাগ্নি .....

২০। পরীক্ষামাত্র .....

২১। মুখচন্দ্র .....

২২। নরোত্তম .....

২৩। কানাকানি .....

২৪। সমন্ত্রক .....

২৫। ষড়ানন .....

(গ) প্রত্যয় ঃ- (নমুনা)

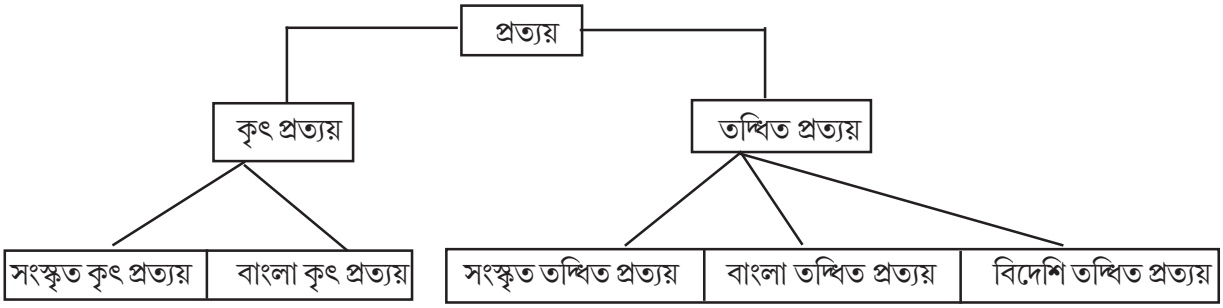

- ♦কৃত প্রত্যয় = কর্তব্য → √কৃ + তব্য।
- ♦ সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় → কারক = √কৃ + ণক্ (অক্)
- ♦সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় = যদু + ষ্ণ = যাদব
- ♦বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় = বাবুয়ানা → বাবু + আনা।
- ♦তদ্ধিত প্রত্যয় = রামায়ণ → রাম + ষ্ণায়ন।
- ♦বাংলা কৃৎ প্রত্যয় = চড়াও → √চড়্ + আও।
- ♦বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় = হাতা → হাত + আ।

☞ নিজে করো ঃ- **মান-১**

১। আতরদান .....

২। আণবিক .....

৩। ঢাকা .....

৪। জ্ঞানবান .....

৫। ঘরানা .....

৬। ঘেরাও .....

৭। চলিষ্ণু .....

৮। চাঁদপানা .....

৯। ছেলেমি .....

১০। জলো .....

১১। আহার .....

১২। ঐতিহাসিক .....

১৩। কৌন্তেয় .....

১৪। করণীয় .....

১৫। প্রাকৃতিক .....

১৬। নাচক .....

১৭। দুষ্টামি .....

১৮। দ্বৈপায়ন .....

১৯। মৌখিক .....

২০। বর্তমান .....

(বাগধারা) ঃ- (নমুনা)

১। ওজন বুঝে চলা

অর্থ - ক্ষমতা মতো কাজ করা।

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ওজন বুঝে চলতে হয়, না হলে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

২। অরণ্যে রোদন

অর্থ - নিষ্ফল আবেদন

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- গুরুচরণের টাকা আছে, কিন্তু হৃদয় নেই, সুতরাং তার কাছে বন্যার্তের সাহায্যে চাঁদা চাওয়া অরণ্যে রোদন হবে।

৩। গভীর জলের মাছ

অর্থ - অত্যন্ত চালাক

বাক্যে প্রয়োগ - হালদার মশাই হচ্ছেন গভীর জলের মাছ ওর কাছ থেকে কথা বের করার প্রশ্ন ওঠে না।

৪। চাঁদের হাট

অর্থ- গুণী ব্যক্তির সমাবেশ

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- আজকের কবিতা পাঠের আসরে দেশ-বিদেশের সব নামী কবিদের ভিড় দেখে মনে হচ্ছে, সত্যিই চাঁদের হাটে এসেছি।

৫। টাকার কুমির

অর্থ- প্রচুর টাকার অধিকারী

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- এ পাড়ায় একজন টাকার কুমির আছে, দেশে আধুনিক জীবন যাপনের সমস্ত সামগ্রী তার যেমন আছে, তেমন বিদেশে খানদশেক বাড়িও রয়েছে।

৬। তাসের ঘর

অর্থ- ক্ষণস্থায়ী

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- তোমার অহংকারের তৈরি এই বাড়ি কালো টাকায় গড়েছো, একদিন তাসের ঘরের মতো তা ভেঙ্গে পড়বে।

৭। ধনুক ভাঙা

অর্থ- কঠিন প্রতিজ্ঞা

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- আগামী বিশ্বকাপ ক্রিকেট ভারত জিতবে বলে ধনুক ভাঙা পণ নিয়ে অনুশীলন চালাচ্ছে।

৮। পুকুর চুরি

অর্থ- নি:শেষে অপহরণ

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- এমন পুকুর চুরি শুরু হলে ভারতীয় রেলে মানমর্যাদা আর থাকবে না।

৯। বালির বাঁধ

অর্থ- ক্ষণভঙ্গুর

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- বিপক্ষ টিমের ব্যাটিং-এর দাপটে আমাদের ডিফেন্স বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ল।

১০। হাতের পাঁচ

অর্থ-শেষ সম্বল

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- লালুর টানাপোড়নের দিনে হাতের পাঁচ হিসেবে যে হাজার টাকা ছিল, কিন্তু সে আবার চোরে আত্মসাৎ করেছে।

☛ নিজে করো ঃ- **মান-১**

১। অহি-নকুল সম্পর্ক

অর্থ-.....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ-.....

.....

২। আষাঢ়ে গল্প

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

৩। ইঁচড়ে পাকা

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

৪। একাদশে বৃহস্পতি

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

৫। খয়ের খাঁ

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

৬। গোবরে পদ্মফুল

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

৭। ছড়ি ঘোরানো

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

৮। জগাখিচুড়ি

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

৯। ঠোঁট কাটা

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

১০। ডুমুরের ফুল

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

১১। ননীর পুতুল

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

১২। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

১৩। বক ধার্মিক

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

১৪। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত

অর্থ-.....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

১৫। মিছরির ছুরি

অর্থ -.....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

১৬। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

১৭। হাটে হাঁড়ি ভাঙা

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ .....

.....

১৮। ছেলের হাতের মোয়া

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

১৯। নয় ছয়

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

২০। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়

অর্থ - .....

বাক্যে প্রয়োগ ঃ- .....

.....

(ঙ) সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ ঃ- (নমুনা)

♦দেশ - রাষ্ট্র
দ্বেষ - হিংসা
♦অংশ- ভাগ
অংস - স্কন্ধ (কাঁধ)
♦ইতি- শেষ
ঈতি - শস্যের ষড়বিন্দু
♦কুল - বংশ
কূল - তীর
♦চির - নিত্য
চীর - ছিন্ন বস্ত্র
♦টিকা - প্রতিষেধক
টীকা - ভাষ্য
♦তত্ত্ব - গূঢ় অর্থ
তথ্য - সংবাদ
♦আসার - প্রবল বৃষ্টি
আষাঢ় - মাস বিশেষ
♦উপাদান - উপকরণ
উপাধান - বালিশ
♦গাথা - শ্লোক
গাঁথা - গ্রন্থন
♦জাল - নকল
জ্বাল - আগুনের তাপ
♦ধনী - অর্থবান
ধনি - সুন্দরী
♦নিশিত - ধারাল
নিশীথ - গভীর রাত্রি
♦বিষ - গরল
বিশ - সংখ্যা বিশেষ
♦মুখ - বদন
মূক - বোবা
♦ঋতি - গতি
রীতি - প্রণালী

♦শীত - ঠান্ডা

সিত - সাদা

♦পাণি - হাত

পানি - জল

♦ভাষণ - কথন

ভাসন - দীপ্তি

♦যাচক - প্রার্থী

যাজক - পুরোহিত

♦লক্ষ - একশো হাজার

লক্ষ্য - দৃষ্টি

নিজে করো ঃ- **মান-১**

১।সুত - .....

সূত - .....

২। শুচি - .....

সূচি - .....

৩।জলা - .....

জ্বলা - .....

৪।কোটি - .....

ক'টি - .....

৫। কমল - .....

কোমল - .....

৬। গিরিশ - .....

গিরীশ - .....

৭।কৃত্তি - .....

কৃতী - .....

৮।চ্যুত - .....

চূত - .....

৯। উদ্দেশ্য - .....

উদ্দেশ - .....

১০।অশ্ব- .....

অশ্ম - .....

১১। সর্গ - .....

স্বর্গ - .....

১২। সব - .....

শব - .....

১৩। শিকার - .....

স্বীকার - .....

১৪। সর - .....

শর - .....

১৫। শূর- .....

সুর - .....

১৬। শংকর - .....

সংকর - .....

১৭। পদ্ম - .....

পদ্য - .....

১৮। কৃতী - .....

কৃতি - .....

১৯। বিজন - .....

বীজন - .....

১৯। বান - .....

বাণ - .....

২০। বিত্ত - .....

বৃত্ত - .....

(চ) শুদ্ধরূপ ঃ- (নমুনা)

♦ নেয্য/ন্যয্য/ন্যায্য = ন্যায্য

♦ মধুসুদন/মধূসূদন/মধুসূদন = মধুসূদন

♦ অরুনধুতী/ অরুন্ধুতী/অরুন্ধতী = অরুন্ধতী

♦ বিদ্যান/বিদ্দান/বিদ্বান = বিদ্বান

♦ পিচাশ/পিশাচ/পিছাশ = পিশাচ

☞ **নিজে করো ঃ-** **মান-১**

১। শারীরিক/শারিরিক/ শারীরিক

= .....

২। স্বান্থ্য/স্বাস্থ্য/স্বাস্থ

= .....

৩। ব্যাকরণ/ব্যকরন/ ব্যকারণ

= .....

৪। বাল্মিকী/বাল্মীকি/বাল্মিকি

= .....

৫। সরস্বতী/স্বরসতী/সরসতী

= .....

৬। পক্ক/পক্য/পক্ক

= .....

৭। ভাগিরথী/ভাগীরথী/ভাগিরথি

= .....

৮। সম্মান/সম্মাণ/সম্নাণ

= .....

৯। মনিষী/মনীষী/মনীষি

= .....

১০। দুরবস্থা/দূরবস্থা/দুরাবস্থা

= .....

১১। গুণীগণ/গুণিগন/গুণিগুণ

= .....

১২। শ্রেষ্ঠতম/শ্রেষ্ঠ/শ্রেষ্ঠতর

= .....

১৩। শষ্য/শস্য/সশ্য

= .....

১৪। গীতাঞ্জলি/গীতাঞ্জলী/গিতাঞ্জলী

= .....

১৫। বিভীষিকা/বিভিষিকা/বীভিষিকা

= .....

১৬। দধীচি/দধিচি/দধীচী

= .....

১৭। জিবীকা/জীবীকা/জীবিকা

= .....

১৮। সান্তনা/সান্ত্বনা/শান্তনা

= .....

১৯। চক্ষূরোগ/চক্ষুরোগ/চক্ষুরুগ

= .....

২০। মহত্ব/মহত্ত্ব/মহত্ত

= .....

ভাব সম্প্রসারণ ঃ- (নমুনা)

'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা

হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা

তোমার আদেশে'।

সাধারণ অর্থ ঃ- ক্ষমা মানুষের একটি মহৎ গুণ যা দুর্বলতার লক্ষণ নয়। অনেক সময় ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারকে ক্ষমাকারীর দুর্বলতা বলে মনে করে অপরাধী। প্রয়োজনবোধে ক্ষমা প্রদানকারীকে কখনো কখনো কঠোর আচরণ করতে হয়।

ভাবসম্প্রসারণ ঃ- জীবনের চলার পথে স্খলন পতন স্বাভাবিক ঘটনা। মহৎ ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করেন তাকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য, কারণ অপরাধী যখন তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় তখন তাকে ক্ষমা না করে উপায় থাকে না। তারপর কেউ ভুল করে ফেললে তার প্রতি প্রথম থেকে নির্মম না হওয়া উচিত এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে অপরাধীকে দেখলে সে হয়তো নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারবে। এ কারণে উদার মনস্ক ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করে থাকেন যা তার মহত্বের পরিচায়ক। কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার পর অপরাধী অনেক সময় নিজেকে সংশোধন তো করে না, বরং আরও বেশি করে লিপ্ত হয় অন্যায় কর্মে। ক্ষমা তখন প্রকৃত তাৎপর্য হারিয়ে দুর্বলতার নামান্তর হয়ে উঠে। বেড়ে যায় অপরাধের মাত্রা। এরকম ক্ষেত্রে অপরাধীকে ক্ষমা না করে, তাকে কঠোর হস্তে দমন করা উচিত। দয়া-মায়া-মমতার সুযোগে অন্যায় যেখানে প্রশ্রয় পায় সেখানে নিষ্ঠুর দণ্ডবিধান কাম্য। নতুবা কোনোভাবে অন্যায়ের গতিরোধ করা সম্ভব হবে না। তাই ক্ষমা মহৎ গুণ। একথা স্বীকার করেও বলতে হবে, ক্ষমার কারণে যেখানে অন্যায়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় সেখানে ক্ষমার কোনো প্রশ্ন উঠে না। সেখানে চাই অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি।

ভাবসম্প্রসারণ

☞ **নিজে করো ঃ-** **মান-৬**

১। " দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমরটাকে রুখি,
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।"

২। "মেঘ দেখে কেউ করিস না ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে।"

৩। "কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা-
কেরোসিন শিখা বলে এসো মোর দাদা।"

৪। "জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে
কল্যাণপূত কর্মে'।"

৫। "যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ প্রভু তাহাদের করেনি সম্মান।"

৬। "যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে

সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবন-হারা অচল অসাড়।”
৭। “নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নি:শ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।”
৮। “রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম-
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে, আমি দেব, রথভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে, আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।”
৯। “দন্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।”
১০। “অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।”
১১। “সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।”
১২। “জীবে প্রেম করে যে জন
সে জন সেবিছে ঈশ্বর।”
১৩। “উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনি মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।”
১৪। “জন্মিলে মরিতে হবে/ অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর/ হায় রে জীবন-নদে।”
১৫। “পুষ্প আপনার জন্য ফোটে। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।”
১৬। “ভালোমন্দ সুখ-দু:খ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এই ধরণী ভালো।”
১৭। “ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।”
১৮। “স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ,
বৃহৎ জগৎ হবে সে কখনও শেখেনি বাঁচিতে।”
১৯। “জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি,
একই পৃথিবীর স্তন্যে লালিত,
একই রবিশশী মোদের সাথি।”

২০। "ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা।"

২১। অর্থ সম্পদের বিনাশ আছে,
কিন্তু জ্ঞান সম্পদ কখনো বিনষ্ট হয় না।

২২। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

২৩। চরিত্র জীবনের অলংকার ও অমূল্য সম্পত্তি।

২৪। চক্‌চক্ করলে সোনা হয় না।

২৫। বিদ্যা বিনয় দান করে,
বিনয় দ্বারা জগৎ বশীভূত হয়।

নমুনা
সভার কার্যবিবরণী
সভা নং - ১

বিষয় ঃ- বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা বা নির্মল অভিযান
স্থান ঃ- বিদ্যালয়ের সভাকক্ষ।
তারিখ ঃ ০৪/০৩/২০২১
সময় ঃ দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকা।
সভাপতির নাম ঃ সৌভিক মজুমদার (প্রধান শিক্ষক)

উপস্থিত সদস্যদের নাম ঃ-

১। পঙ্কজ সাহা (পরিচালন সমিতির সভাপতি)
২। প্রাণকৃষ্ণ সাহা (পরিচালন সমিতির সহসভাপতি)
৩। কপিল দত্ত (সহ প্রধান শিক্ষক)
৪। আলি হোসেন (শিক্ষক)
৫। অমলেন্দু পাল (শিক্ষক)
৬। শেফালি দত্ত (শিক্ষিকা)
৭। ভুবন সিংহ (ছাত্র প্রতিনিধি)
৮। হরিহর শর্মা (শিক্ষক)
৯। যাদব পণ্ডিত (ছাত্র প্রতিনিধি)
১০। রাধিকা রায় (শিক্ষিকা)

সভার বর্ণনা

অদ্য রোজ সোমবার দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকায় খেদাছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সৌভিক মজুমদারের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা বা নির্মল অভিযানের প্রস্তুতি সভার কাজ শুরু হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অমলেন্দু পাল। তারপর প্রধান শিক্ষক সৌভিক মজুমদার স্বচ্ছতা বা নির্মল অভিযান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলেন। তাছাড়া বিজ্ঞাপন বা গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে বিশদ বক্তব্য পেশ করেন। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সাথে আমরা সবাই আজ পরিচিত। তাই আমাদের বিদ্যালয়কে এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, জনসচেতনতা গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে একে একে বক্তব্য রাখেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ-

১। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে ময়লা ফেলার পাত্র রাখা হবে।
২। সপ্তাহে একদিন মেগা সাফাই করা হবে।
৩। বিদ্যালয় শুরুর প্রাক্‌মুহূর্তে প্রতিদিন নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষ সাফাই করা হবে।
৪। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গোটা দশেক আবর্জনা ফেলার পাত্র রাখা হবে।
৫। মিড- ডে মিলে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খাবার খাবে।
৬। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নানা স্থানে নির্দেশ বা সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ থাকবে।
৭। মাসে দুদিন জলের ট্যাঙ্ক/রিজারভার পরিষ্কার করা হবে।
৮। সপ্তাহে একদিন অফিসরুম ও স্টাফরুম পরিষ্কার করা হবে।

সভার শেষে সভাপতি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিযান বাস্তবায়িত করতে সকলকে অনুরোধ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সৌভিক মজুমদার
০৪/০৩/২০২১
সভাপতির স্বাক্ষর

উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর

১। পঙ্কজ সাহা ২। প্রাণকৃষ্ণ সাহা ৩। কপিল দত্ত ৪। আলি হোসেন ৫। অমলেন্দু পাল
৬। শেফালী দত্ত ৭। ভুবন সিংহ ৮। হরিহর শর্মা ৯। যাদব পণ্ডিত ১০। রাধিকা রায়।

সভার কার্যবিবরণী

☛ **নিজে করো ঃ-** **মান-৬**

১। বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করো।

২। তোমার বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষ্যে একটি সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করো।

৩। তোমার বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা বা নির্মল অভিযান কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হবে। এ বিষয়ে সভার একটি কার্যবিবরণী রচনা করো।

৪। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার ব্যাপারে একটি সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করো।

৫। তোমার বিদ্যালয়ে অরণ্য-সপ্তাহ পালনের জন্য যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে, তার প্রারম্ভিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী রচনা করো।

৬। বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ, এই মর্মে আহূত একটি সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করো।

৭। তোমার বিদ্যালয়ে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপনের জন্য যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে তার একটি সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করো।

১০। তোমার বিদ্যালয় থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা নিকট দূর ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করো।

১১। তোমার বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি চালু করতে শিক্ষকরা অনেকেই আগ্রহী। এ বিষয়ে একটি সভার কার্যবিবরণী রচনা করো।

১২। কোনো ক্লাবে রক্তদান শিবির উপলক্ষ্যে সদস্যদের আহূত সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করো।

নির্মিতি

প্রবন্ধ রচনা

সমাজের প্রতি ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রাক্ ভূমিকা ঃ- "বর্ষে বর্ষে দলে-দলে আসে বিদ্যামঠ তলে
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়,
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।"
— কালিদাস রায়

♦**ভূমিকা ঃ-** ছাত্র জীবনের শুভ মুহূর্ত হচ্ছে শিক্ষা ও অনুশীলন। প্রত্যেক মানুষের শৈশবে শিক্ষালাভের কাল থেকে সংসার ধর্মে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে ছাত্র জীবন বলে আখ্যায় দেওয়া হয়। ছাত্রদের একমাত্র মূলমন্ত্র হচ্ছে লেখাপড়া। ছাত্র জীবনই শৃঙ্খলাবোধে জীবন বিকাশের উজ্জীবন মন্ত্র।

♦**প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবন ঃ-** 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপ:' এই বহুশ্রুত কথাটি বোধ হয় যুগে যুগে ছাত্র সমাজের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সব ভুলে অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে তারা সৃষ্টিশীল মনোভাব গড়ে তোলে। প্রাচীনকালে শিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠনের জন্য ছাত্রদের তাদের গুরুগৃহে পাঠাতেন তাদের অভিভাবকেরা এবং সেখানেই তারা শিক্ষালাভের পাশাপাশি দায়িত্ব কর্তব্য ও সদ্‌গুণাবলির অনুশীলনে চরিত্র গঠন করত। কবির ভাষায় বলা যায়-

"ছোটো ছোটো দাগ পার ঘুচে হয় একাকার
নব নব পদ তাড়নায়।"

♦**ইংরেজ শাসনে ভারতীয় ছাত্রজীবন ঃ-** পরাধীন ভারতবাসীর উপর শাসক ইংরেজদের অত্যাচার ছাত্রদের মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। তখন শুধু অধ্যয়ন আর তপস্যা ছাত্রজীবনে রইল না। সুতরাং অধ্যয়ন এবং তপস্যা এই্ মানদণ্ডে সে দিন ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেঁধে রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ ছাত্ররাই হল দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের কল্যাণকর কাজের ওপরেই দেশের বা সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাই কবি বলেছেন — "ছাত্রদের বলিদান নিয়ে ভারতমাতার মুখখানা উজ্জ্বল।"

স্বাধীন ভারতের দেশ গঠনে ছাত্র সমাজের কর্তব্য ঃ- স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসাম্য, কুসংস্কারে জর্জরিত জাতিকে সুস্থ, সবল, সুখকর, সুন্দর সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল ছাত্রসমাজ, তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"প্রাণ চঞ্চল প্রাচীন তরুণ, কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির।"

♦**অধ্যয়নের সরণি বেয়ে ছাত্রসমাজ ঃ-** ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য হল অধ্যয়ন, দেশের স্বাধীনতা লাভের আগে ছাত্ররা বিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অধ্যয়ণের সরণি বেয়ে বৃহত্তর জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবে এবং নিজেকে দেশের যোগ্য সুসন্তান রূপে গড়ে তুলবে। কবি উল্লেখ করেছেন—

" আমাদের চোখের মণি, ওরাই আমাদের বুকের বল,
ওরাই আমাদের অমর প্রদীপ, ওরাই আমাদের আশার স্থল।"

♦শিক্ষার আধুনিক সংজ্ঞা ঃ- শিক্ষার আধুনিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— "To individualise education and to socialise the child should be the goal of education." শিক্ষার আধুনিক পরিভাষায় বিদ্যালয়গুলি হল সমাজ জীবনের প্রতিরূপ আর ছাত্ররা হয়ে উঠেছে এই নির্মল সমাজের অঙ্গ। ছাত্র জীবনই ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তিস্বরূপ।

ছাত্র সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ- সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য যতই থাকুক না কেন, অধ্যয়ন ছাত্রদের প্রধান তপস্যা। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ জীবন গঠন কাল। লেখা-পড়ার মধ্য দিয়ে মানসিকতার বিকাশ সাধনের সাথে খেলাধুলা, ব্যায়াম ও শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহকে সুগঠিত করা ছাত্রজীবনের কর্তব্য। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।"

♦ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য হল চরিত্র গঠন ঃ- আধুনিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল "Man Making character Building" শৃঙ্খলা হল চরিত্রগঠনের মূল ভিত্তি, কবি উল্লেখ করেছেন-

" সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ তেজ অঞ্চল,
ওরাই আমাদের আশার প্রদীপ, ওরা আমাদের ছেলের দল।"

♦ছাত্রজীবনই শৃঙ্খলানুশীলনের উপযুক্ত সময় ঃ শৃঙ্খলাবোধ জীবন বিকাশের উজ্জীবন মন্ত্র। ঊর্ধ্বমুখী সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃত সোপান হচ্ছে শৃঙ্খলাবোধ। এর ভিত্তি রচনা করবে ছাত্রসমাজ, ছাত্রজীবন হল দায়িত্ববোধ গঠনের সঠিক কাল।

♦মাতাপিতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ঃ- বর্তমান সমাজ সচেতনতার যুগে ছাত্র সমাজের আদর্শ মাতা-পিতা ও গুরুজনদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। উপনিষদ ছাত্রসমাজকে শিক্ষা দিয়েছেন— "মাতৃদেবো ভব, পিতৃ দেবো ভব, আচার্য দেবো ভব, অতিথি দেবো ভব।" বিনয়, ভালোবাসা, আর্শীবাদ, সহানুভূতি, স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে পৃথিবীকে জয় করা যায়। যার উদয় হবে ছাত্রজীবন থেকেই। তাই কবি বলেছেন—

" মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল
আমরা ছাত্রদল।"

♦ছাত্রসমাজকে নীতিশিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন ঃ- মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে ভাবী প্রজন্মকে দিতে হবে সমাজসেবার শিক্ষা। মানুষের দু:খ মোচন করা, সেবাদান করা,উপকার করা, আত্মবিসর্জন দেওয়া-এগুলো ভারতীয় নীতি ও আদর্শ, এসব রক্ষা করবে ছাত্রসমাজ, কবি উল্লেখ করেছেন—

"যুগে যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হল পৃথ্বীতল
আমরা ছাত্রদল।"

♦শৃঙ্খলাবোধ গঠন ঃ- শৃঙ্খলাবোধ জীবন বিকাশের উজ্জীবন সুধা, তা জীবন বিকাশের অনুকূল গতিপথ রচনা করে। কিন্তু শৃঙ্খলা যদি শৃঙ্খল হয় তাহলে ছাত্রজীবনের অগ্রগতির পথ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সমাজ প্রাণহীন নিয়ম শৃঙ্খলার বেড়াজালে আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিণত হয়ে যেন এক সংকীর্ণ অচলায়তনে পরিণত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

♦ছাত্রজীবনের শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ ঃ- ছাত্রজীবনের প্রথম পর্বে গড়ে ওঠা আচার আচরণ ও স্বভাব চরিত্র, যা মানব

সভ্যতার অগ্রগতিতে মহত্তম সুফল বিকশিত করে। এভাবে ছাত্রজীবনে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের মহত্তম গুণে নিজেকে গুণান্বিত করে ভাবী স্বর্ণপ্রসূ জীবনের সৌপানটিকে শক্ত ভিতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাই কবি উল্লেখ করেছেন—

"কেউ বলিষ্ঠ, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে,
ওরা আমাদের ছেলেরা সব,— ভাবনা যা সে ওদের পিঠে।"

♦**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলাবোধে ছাত্র সমাজ ঃ-** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা অপরিহার্য অঙ্গ, শৃঙ্খলাবদ্ধ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পঠন পাঠন সম্ভব। উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান কিংবা তার পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ আদৌ সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি ছাত্রকে জীবনে সুশৃঙ্খল হতে হবে। ছাত্র সমাজ যেন আদর্শ ভ্রষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

♦**উপসংহার ঃ-** ছাত্র সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তারাই নবযুগ ও জাতির স্রষ্টা, ছাত্ররা পরিবারভুক্ত সমাজ ও দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ছাত্রদের সুস্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে তারুণ্যের প্রাণ শক্তিতে সমস্ত হৃদয় ভরে ওঠে। তাই কবির ভাষায় বলবো—

"জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ মোরা যত ছেলের দল,
মোদের নিয়ে বিশ্বমাতার মুখখানা উজ্জ্বল
আমরা ছেলে সবার সেরা সবার প্রধান হই,
বুদ্ধি এবং জ্ঞান গরিমায় সবার উপর রই।"

নিজে করো

মান-১০

(অনধিক ২৫০ শব্দে)

১। বিজ্ঞান ও কুসংস্কার
২। পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার
৩। ত্রিপুরা শিল্প ও শিল্প সম্ভাবনা
৪। ছাত্রজীবনে খেলাধু লার উপযোগিতা
৫। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ছাত্র ও যুবসমাজ
৬। বৃক্ষরোপণ ও বনমহোৎসব
৭। স্বচ্ছ ভারত অভিযান
৮। রক্তদান ও জীবন দান
৯। তোমার প্রিয় লেখক
১০। ত্রিপুরার জনজীবনে সমস্যা ও সমাধান
১১। মহামারি ও মানব সভ্যতা
১২। ছাত্রজীবনে সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা
১৩। ত্রিপুরার লোক সংস্কৃতি
১৪। তোমার জীবনের লক্ষ্য
১৫। ত্রিপুরার একটি জাতীয় উৎসব
১৬। তোমার দেখা ত্রিপুরার একটি গ্রাম
১৭। ত্রিপুরার পর্যটন শিল্প ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।
১৮। মোবাইল ফোনের ভালো-মন্দ
১৯। অগ্রগতির পথে ত্রিপুরা
২০। সমাজের প্রতি ছাত্র সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য
২১। ত্রিপুরার একটি ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা
২২। বিশ্ব যোগাদিবস
২৩। মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান
২৪। ত্রিপুরার কুটির শিল্প
২৫। বিজ্ঞান মেলার গুরুত্ব
২৬। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহার।

আদর্শ প্রশ্নপত্র

বাংলা

বিভাগ-ক

সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ- **১×৬ = ৬**

১। "পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার"— বক্তা আসলে কার পরিচয় জানতে চেয়েছেন?

(ক) হরিহোড়ের (খ) দেবী অন্নপূর্ণার (গ) ভবানন্দের (ঘ) ঈশ্বরী পাটনি।

২। তরুণ-তরুণীরা যা তুলিল —

(ক) অশোক (খ) কনকচাঁপা (গ) বকুল (ঘ) গোলাপ।

৩। হাট কবিতার কবি হলেন—

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (গ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী (ঘ) যতীন্দ্রমোহন সেন।

৪। চঞ্চল কুমারী অনন্ত মিশ্রকে পত্রের সঙ্গে দিলেন—

(ক) মুক্তোর হার (খ) মুক্তোর বালা (গ) মুক্তো আংটি (ঘ) মুক্তো নির্মিত রাখি।

৫। থিয়েটারে নতুনদাকে বাজাতে হবে—

(ক) ঢোল (খ) হারমোনিয়াম (গ) তবলা (ঘ) বাঁশি।

৬। মাসাই কুলিরা সিংহকে যে নামে ডাকে—

(ক) সিঙ্গা (খ) সিম্বা (গ) সিম্ব (ঘ) শের

একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রতিটির উত্তর দাও ঃ- **১ × ৮ = ৮**

৭। "পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।" কার কথা বলা হয়েছে?

৮। "বদলে দাও"— কবি কী প্রার্থনা করেছেন?

৯। "সেই গান শুনি"— কারা শুনছিল সেই গান?

১০। "মেঠো পথে মিশে আছে"— কী মিশে আছে?

১১। উদয়পুর যাত্রায় অনন্ত মিশ্রের সঙ্গে কী ছিল?

১২। শংকরের পুরো নাম কী?

১৩। "পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রতীয়মান হয়।"— কী প্রতীয়মান হয়?

১৪। নতুনদা কী কারণে থিয়েটারে যাচ্ছেন?

বিভাগ-খ

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ- **৫×৬=৩০**

১৫। "ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী"—উদ্ধৃত অংশটি কোন্ কবিতার অংশ? 'দুই ঈশ্বরী' কে কে? কীভাবে পরিচয় দিয়েছে তা লেখো। **১+১+৩**

অথবা

"বদলে দাও"— কার কাছে কবির এই প্রার্থনা? কবি কী চান? তাঁর এই চাওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত? **১+১+৩**

১৬। "বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে,"— কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ? কীভাবে 'বিস্মৃত দিনের' কথা মনে আসে? **১+২+২**

অথবা

"রং তার আশ্বিনের আলোর মতন"— উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অংশ? কবি কীসের 'রং এর কথা বলেছেন? আশ্বিনের আলোর মতন বলার রূপকার্থ লেখো। ১+২+২

১৭। "কলকাতার বাবু- অর্থাৎ ভয়ংকর বাবু"— উদ্ধৃতিটি কোন্ পাঠ্যের? 'কলকাতার বাবু' কে? তার সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। ১+১+৩

অথবা

'বিপৎকালে যে ইতস্তত করে সেই মারা যায়" — কার লেখা, কোন্ পাঠ্যের অংশ? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য লেখো।২+৩

১৮। "এই স্থান দেবতামুড়া নামে অভিহিত হয়"— স্থানটি কোথায়? কারা, কোন্ স্থানকে 'দেবতামুড়া' বলে? 'দেবতামুড়া' নামে অভিহিত করার কারণ লেখো। ১+২+২

অথবা

"সেই রহস্যময় মহাদেশ" — কোন্ মহাদেশকে 'রহস্যময়' বলা হয়েছে? কেন বলা হয়েছে? 'রহস্যময়তার' কারণগুলি বর্ণনা করো। ১+২+২

১৯। "প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়"— কোন্ গল্পের অংশ? কার কথা বলা হয়েছে? প্রকৃতি কীভাবে তার ভাষায় অভাব পূর্ণ করে? ১+১+৩

অথবা

"সাত বছরের শত্রুতা 'স্বার্থের খাতিরে' একদিনে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল— উদ্ধৃতিটি কোন্ গল্পের অন্তর্গত? স্বার্থটি কী ছিল? 'স্বার্থের খাতিরে' আচরণের কীরূপ পরিবর্তন হল তা লেখো। ১+১+৩

২০। "পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন মন্দ নহে"— 'পরীক্ষক' বলতে কাদের বলা হয়েছে? কাকে, কোথায় নিরীক্ষণ করল? কখন পরীক্ষক এই মতামত প্রকাশ করল? ১+২+২

অথবা

"মাছ দেখে খুশি হয়ে হাসি ফুটল সবার মুখে"— কার লেখা? কে মাছ এনেছিল? সবার মুখে হাসি ফোটার কারণ উল্লেখ করো। ১+১+৩

বিভাগ-গ

২১। নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো ঃ- ১×৫=৫

ক) সে কথার প্রয়োজন নাই। (হ্যাঁ বোধক বাক্যে)

খ) এখানে আকাশ নীল। (জটিল বাক্যে)

গ) ইহা কেহই বলিতে পারে না। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

ঘ) হঠাৎ কীসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। (যৌগিক বাক্যে)

ঙ) মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন। কিন্তু গৃহে গেলেন না। (সরল বাক্যে)

অথবা, সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ-

ইতস্তত, অহর্নিশ, অত্যন্ত, বিপজ্জনক, বৃষ্টি

২২। একটি করে উদাহরণ দাও ঃ- ১×৫=৫

তৎসম শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ, কৃৎপ্রত্যয়, সমীভবন, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

২৩। প্রত্যয় নির্ণয় করো ঃ- **১×৫=৫**

পূজারি, বুদ্ধিমান, পাগলামি, ঐতিহাসিক, দয়ালু।

২৪। সঠিক বানান বেছে নাও ঃ- **১×৫=৫**

ব্যবধান/ ব্যাবধান/ বেবধানে

ভাগরীরথি/ ভাগীরথী/ ভাগিরথী।

অহোরাত্র/অহরাত্র/ অহোরাত্রি

সারথি/ সরিথি/ শারথী

কুতুহল/ কৌতূহল/ কৌতুহল।

অথবা, বাগধারা সহযোগে বাক্য রচনা করো —

আকাশ কুসুম, শিরে-সংক্রান্তি, তীর্থের কাক, কেঁচে গন্ডুষ, হাতের পাঁচ।

বিভাগ-ঘ

২৫। নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো। (অনধিক ২৫০ শব্দে) ঃ- **১০**

(ক) ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

(খ) স্বচ্ছ ভারত অভিযান।

(গ) করোনা মোকাবিলায় ছাত্র সমাজের ভূমিকা।

২৬। ভাব-সম্প্রসারণ ঃ- (১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে) **৬**

'যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান।'

অথবা

তোমার বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান বিষয়ে আয়োজিত একটি সভার কার্যবিবরণী রচনা করো। ৬